৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ১৫ বৈশাখ – ২১ বৈশাখ, ১৪২৯ ঃ ২৯ এপ্রিল– ৫ মে, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 28, 29 April - 5 May, 2023 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

ছুটিতে ঘুরে আসুন মহিষাদল রাজবাড়ি

৬ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতির পর এবার পুর নিয়োগ

দুর্নীতির তদন্তও সিবিআই করবে বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পুলিশ ও সরকারি দপ্তরের সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন রাজ্যের ডিজি ও মুখ্যসচিব।

রবিবার : উত্তর দিনাজপুরের রাস্তা দিয়ে প্রকাশ্যে এক নাবালিকার

দেহ ঝুলিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। ভাইরাল হওয়া এই ভিডিওতে পুলিশের অমানবিক আচরণ দেখে হতবাক রাজ্যবাসী। অভিযোগ এই মৃত নাবালিকাটি ধর্ষিতা।

সোমবার : অবশেষে পাঞ্জাবের মোগা জেলার রোডে গ্রাম থেকে

খালিস্তানপন্থী নেতা অমৃতপাল সিংহকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তবে এনিয়ে কোথাও কোনো গন্ডগোলের খবর পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার : পার্কিং ফি বাড়িয়ে নিজের দলের বিরোধিতায় তা

প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন কলকাতার মেয়র। এবার বিতর্ক শুরু হয়েছে ট্রেড লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি নিয়ে। প্রতিবাদ জানিয়েছেন ছোটো ব্যবসায়ীরা।

বুধবার : কালিয়াগঞ্জে রাজবংশী নাবালিকার মৃত্যু ও তার দেহ টেনে

নিয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে ব্যাপক জনরোষের শিকার হল পুলিশ। থানা জ্বালানো থেকে পুলিশ কর্মীদের মার, কিছুই বাকি রইল না। প্রাণভিক্ষা চাওয়া পুলিশকে দেখে হাসছে রাজ্যবাসী।

বৃহস্পতিবার : বারবার ডাকলেও আসছিলেন না। এলেও

ঠিকঠাক জবাব দিচ্ছিলেন না। তাই আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইডি গ্রেপ্তার করল অনুব্রত মণ্ডলের কন্যা সুকন্যা মণ্ডলকে।

শুক্রবার : রামনবমীর মিছিলকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে

হওয়া অশান্তির তদন্তভার এনআইএ'র হাতে তুলে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। পুলিশকে তদন্তের সব নথি দু'সপ্তাহের মধ্যে তুলে দিতে হবে এনআইএ'র হাতে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

দুর্নীতি, দালালচক্রে অতিষ্ঠ বঙ্গবাসী

রাজ্য ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভূমিকায় ফুঁসছে জনগণ

দেবাশিস রায়

দিকে দিকে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। ট্রলিতে মাটি–বালি বোঝাই একের পর এক ট্রাক্টর গভীর রাতে মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে চারিদিকে ছুটে চলেছে। শুধু তাই নয়, এই দৌরাত্ম্য থেকে দিনের বেলাতেও রেহাই নেই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাবাসীর। রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় এটাই বাস্তব চিত্র। যদিও নাগরিকদের সুষ্ঠু জীবন–জীবিকার স্বার্থে এই দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে পুলিশ–প্রশাসন আছে, ঝাঁ চকচকে একাধিক প্রশাসনিক ভবনে অজস্র আধিকারিক আছেন, দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধিদেরও নজরদারি আছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও কীভাবে যে এধরনের মাটি মাফিয়ারা দিনরাত দাপিয়ে বেড়াতে পারে দিকে দিকে সেই প্রশ্নটাই বারংবার ওঠে। এরই পাশাপাশি রাজ্য ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে দালালচক্রের বাড়বাড়ন্তেও অতিষ্ঠ নাগরিকরা। জমির যথাযথ রেজিস্ট্রেশন থেকে শুরু করে জমির পরচা, পাট্টা, চরিত্র বদল,

খাজনা প্রভৃতি সংক্রান্ত নানান সমস্যা সমাধানের বিষয়গুলি চোখে পড়লেই অসংখ্য দালালচক্র সক্রিয় হয়ে ওঠে। নাগরিকদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্তাব্যক্তিদের মদতেই সরকারি অফিসের মধ্যেই এইসব দালালচক্র দীর্ঘদিন ধরেই রাজ করছে। প্রশাসনিক উদাসীনতায় একপ্রকার বাধ্য হয়েই এইসব দালালচক্রের খপ্পরে পড়ে সাধারণ ছাপোষা মানুষদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মোটারকম আর্থিক ক্ষতি স্বীকারের পাশাপাশি নাকানিচুবানি খেতে হচ্ছে। যা নিয়ে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষজন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। গ্রামগঞ্জে চারিদিকে সাধারণ মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে এধরনের দৌরাত্ম্য, বেনিয়ম এবং হয়রানির শিকার হতে দেখে এবার লাগাতার আন্দোলন সংগঠিত করতে নেমে পড়ল বামপন্থী সংগঠনগুলি। তবে, নানাদিকে এবিষয়ে সিপিএম এবং তাদের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের ভূমিকাই বেশি করে চোখে পড়ছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে। এধরনের লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নিঃসন্দেহে বামপন্থী সংগঠগুলিকে বা।তি অক্সিজেন জোগাবে।বিশেষ করে শ্রমজীবী তথা ছাপোষা সাধারণ মানুষের নজর কেড়ে নিয়ে হারিয়ে যাওয়া জনসমর্থন ফিরে পেতে বামপন্থীদের এই আন্দোলন সহায়ক হবে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের অভিমত। ২৫ এপ্রিল পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের সামনে অবস্থান আন্দোলন এবং ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করল সিপিএম ও তাদের একাধিক শাখা সংগঠন। আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন এলাকার প্রাক্তন দুই বিধায়ক সুব্রত ভাওয়াল এবং প্রদীপ সাহা সহ দলীয় নেতা মহম্মদুল হক, বাসন্তী কুরি, বিনকাশিম শেখ, রাজেন্দ্র ঘোষ, বীরেশ্বর নন্দী, উত্তম হাজরা, দয়াল ঘোষ প্রমুখ। সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ, মাটি–বালি মাফিয়ারা প্রত্যহ রাতের অন্ধকারে সক্রিয় হয়ে উঠছে। পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের পাটুলি সহ বিস্তীর্ণ এলকায় মাফিয়ারা ভাগীরথী নদীর গর্ভ থেকে বেআইনীভাবে বালি কেটে নিচ্ছে। পুলিশ–প্রশাসনের নাকের ডগাতেই মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য চলেছে। এরপর পাঁচের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের বনগাঁ হেলিপ্যাড পণ্যবাহী ট্রাকের দখলে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ২০১৭ সালে উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁয় তৈরি হয়েছিল দু একটি স্থায়ী হেলিপ্যাড। বনগাঁ কৃষক মান্ডির কাছে তৈরি হওয়ার পর

থেকেই এটি আর বিশেষ ব্যবহৃত হয় না। ফলে এটির রক্ষণাবেক্ষণের ও নজরদারির অভাব মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের হেলিপ্যাড ইতিমধ্যেই নষ্ট হতে চলেছে। বিশেষ করে হেলিপ্যাডটি এখন কার্যত ট্রাক পার্কিংয়ে পরিণত হয়েছে। প্রায় বছর খানেক ধরে হেলিপ্যাডের গেটটি ভেঙে পড়ে আছে। এমনকি এর চারপাশের রেলিংগুলিও একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা ভেঙে বিক্রি করে দিচ্ছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। প্রতি সোম ও শুক্রবার কৃষকরা তাদের ফসল নিয়ে আসেন কৃষি মান্ডিতে। এর সামনেই রয়েছে লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা হেলিপ্যাড। কিন্তু সেটি এখন কার্যত ভিন রাজ্যের পণ্যবাহী ট্রাকের আস্তানা তৈরি হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি সহ অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা এইসব ট্রাক চালকরা অবাধে এখানে ঢুকে সবজি লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। এজন্য বিভিন্ন মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে ট্রাক চালকদের প্রশ্ন করা হলে তারা বলেন, 'আমাদের তো কেউ কখনও আটকায়নি বা কেউ কোনও প্রতিবাদও করেনি। সরকারি সম্পত্তি, মালিকানাহীনভাবে পড়ে রয়েছে। দেখভাল করার জন্যে তো কাউকেই দেখিনা।' স্থানীয় বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল বলেন, 'অবিলম্বে এসব বন্ধ না হলেও এটির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা না হলে আমরা ধর্না অবস্থানে বসব। এই হেলিপ্যাডের চারিদিকে জঙ্গল। আর রেলিংগুলো শাসক দলের যে সমস্ত চোর–ছ্যাঁচোর আছে তারা বিক্রি করে দিচ্ছে। আর পুলিশ নীরব দর্শক। মানুষের ট্যাক্সের টাকায় হেলিপ্যাড তৈরি করে সেখানে হয়েছে ট্রাক পাকিং। নিশ্চয়ই পার্কিং থেকে শাসক দলের নেতারাই টাকা নিচ্ছে। এরপর পাঁচের পাতায়

বারুইপুর জংশনও অবৈধ দোকানে ছয়লাপ

কুনাল মালিক

মাসখানেকও হয়নি শিয়ালদহ বজবজ শাখার সন্তোষপুর স্টেশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রেলের জায়গায় গজিয়ে ওঠা বেশ কিছু দোকান পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে। কিন্তু এর পরেও চেতনা আসেনি। বহু রেলস্টেশনে রেলের জায়গায় অবৈধ দোকান চলছে রমরম করে। পূর্বরেলের অন্তর্গত বারুইপুর রেল স্টেশন একটি ব্যস্ততম জংশন। গত বৃহস্পতিবার ওই স্টেশনে গিয়ে চোখে পড়ল ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম জুড়ে অবৈধ দোকান আর

দোকান। ফলের চায়ের লস্যির, মুদিখানা সবেরই দোকান আছে। যখন প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢুকছে, যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়াবার জায়গাটুকু পাচ্ছে না। যে কোনো সময় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। প্ল্যাটফর্মে ধূমপান নিষিদ্ধ সত্ত্বেয়, কয়েকজন ব্যবসায়ীকে দেখলাম আড়াল করে বিড়ি খাচ্ছেন। যে কোনো সময় এখানেও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে যেতে পারে। কয়েকজন ব্যবসায়ী জানালেন, তারা রাজ্যের শাসক দলের অনুমোদিত ইউনিয়নের সদস্য। **ছবি : অরুণ লোধ**

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রকৃতির তাণ্ডবে লন্ডভন্ড শস্যগোলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরপর দু'দিনের ঝড়–বৃষ্টির তাণ্ডবে লন্ডভন্ড রাজ্যের শস্যগোলা। এমনকী, বজ্রপাতে কৃষক পরিবারের এক যুবকের প্রাণহানিও ঘটেছে। বুধবার সন্ধ্যায় এবং বৃহস্পতিবার দুপুরে ভয়ঙ্কর কালবৈশাখী ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত একইসঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে শিলাবৃষ্টির তাণ্ডবের শিকার পূর্ব বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষিক্ষেত্র, গাছপালা, ঘরবাড়ি। সাঙ্ঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিস্তীর্ণ অংশের বোরো ধানজমি, পাটখেত, সবজিখেত, আমের বাগান। মাঠ ভরতি কেটে রাখা বোরো ধান বৃষ্টির জলে ভাসছে। শিলাবৃষ্টির ভয়ঙ্কর তাণ্ডবে বিঘার পর বিঘা জমির পাটগাছের কচি ডগা ভেঙে যাওয়ায় চাষিদের মাথায় হাত। পরপর ঝড় এবং শিলাবৃষ্টির জোর ধাক্কায় প্রচুর পরিমাণে আম ঝরে পড়েছে। অসংখ্য কলাবাগান তছনছ হয়ে গিয়েছে। বিস্তর গাছপালা ভেঙে পড়ার পাশাপাশি ঘরের চাল উড়ে যায়। একাধিক জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে। একাধিক বিয়ে বাড়ির প্রীতিভোজের অনুষ্ঠানেও বিঘ্ন ঘটে। এমনকী, বৃহস্পতিবার বজ্রপাতে ভাতার থানার বেলেন্ডা এলাকায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাঙ্ঘাতিক প্রভাব পড়ে জেলাজুড়ে বিদ্যুৎ পরিষেবায়। ফলে, জেলার বহু জায়গার বাসিন্দাদের

একটানা বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের মধ্যে কাটাতে হয়। অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হতে শুক্রবার দুপুর গড়িয়ে যায়। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছে রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানের পাশাপাশি সন্নিহিত বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলির জেলা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার, মঙ্গলকোট, কাটোয়া, কেতুগ্রাম, পূর্বস্থলী, বীরভূমের নানুর, মুর্শিদাবাদের বড়েঞা, নদিয়ার কালীগঞ্জ প্রভৃতি থানা এলাকার বিস্তীর্ণ অংশে শিলাবৃষ্টির ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বোরো ধান, পাট, সবজি সহ আমের ক্ষেত্রে। এরপর পাঁচের পাতায়

জমি দখলের অভিযোগ

আলিপুর বার্তাকে উকিলের চিঠি পাঠালেন কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলিপুর বার্তার ৮ এপ্রিল থেকে ১৪ এপ্রিল, ২০২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সরকারি বোর্ড লাগিয়ে জমি দখলের অভিযোগ' শীর্ষক সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সন্দীপ নস্কর আলিপুর বার্তার দপ্তরে ২১/০৪/২০২৩ তারিখ সম্বলিত একটি উকিলের চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছেন যে এই সংবাদে তাঁর মানহানি হয়েছে। তাই আলিপুর বার্তাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

প্রথমত এই সংবাদে জলাজমি ভরাটের বিরুদ্ধে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের জনগণের ক্ষোভকেই তুলে ধরা হয়েছে। মানুষের ক্ষোভ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে সন্দীপ বাবুকে ফোন করা হলেও তিনি ধরেন নি। মেসেজ করলেও তার উত্তর দেননি, দেখাও করেননি। এসব প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে।এমনকি এ ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারম্যানের বক্তব্যও নেওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান কিন্তু মানুষের ক্ষোভকে মান্যতা দিয়ে জলাজমি ভরাটের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করেছেন। সবটাই জলের মত পরিষ্কার করে প্রকাশ করা হয়েছে। এটাই একটা প্রকৃত সংবাদপত্রের কাজ। প্রসঙ্গত,

রাজপুর–সোনারপুর

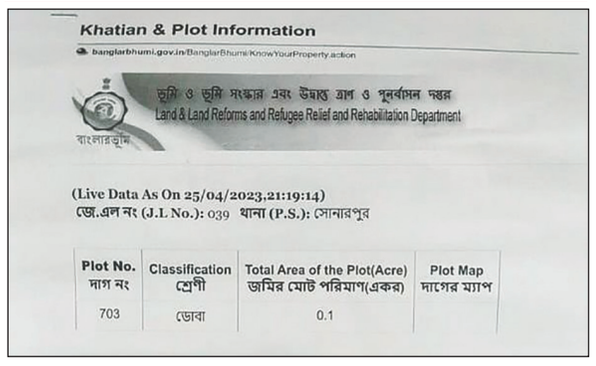

Khatian & Plot Information

banglarbhumi.gov.in/BanglarBhumi/KnowYourProperty.action

ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর
Land & Land Reforms and Refugee Relief and Rehabilitation Department

বাংলার ভূমি

(Live Data As On 25/04/2023,21:19:14)
জে.এল নং (J.L No.): 039 থানা (P.S.): সোনারপুর

Plot No. দাগ নং	Classification শ্রেণী	Total Area of the Plot(Acre) জমির মোট পরিমাণ(একর)	Plot Map দাগের ম্যাপ
703	ডোবা	0.1	

আরও অন্যান্য টিভি চ্যানেল ও দৈনিক সংবাদপত্র এই খবর প্রকাশ করায় আলিপুর বার্তার খবরটি মান্যতা পেয়ে যায়।

উপরিউক্ত চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, যে জমি নিয়ে বিতর্ক সোনারপুর মৌজার ৭০২ ও ৭০৩ দাগের সেই জমিটি পুরসভাকে দান করা হয়েছে শিশুদের পার্ক তৈরির জন্য। তাই তা বৈধ।

সন্দীপ বাবুর এই তথ্যের বৈধতা যাচাই করতে আমরা জনগণের মতামতের বাইরে গিয়ে নথি সন্ধান শুরু করি। সন্ধানের পর হাতে পাওা ভূমি দপ্তরের নথি বলছে ৭০৩ দাগের উক্ত জমিটি ডোবা বলেই সরকারি পাতার নথিভুক্ত। এক নথিতেই বেরিয়ে আসে জনগণের বক্তব্যের সত্যতা।

তবে বেশ কয়েকটি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে এই চিঠি। ১) একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে কাউন্সিলর সন্দীপবাবুর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হতে এত ভয় কেন? ২) দান হিসাবে পাওয়া পুরসভার জমিটি যদি ভরাটযোগ্য হয় তাহলে চেয়ারম্যান খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলেন কি করে? ৩) সরকারি আইন অনুযায়ী জমির চরিত্র বদল না করে কোনো ডোবা বুজিয়ে কি চিলড্রেন পার্ক করা যায়?

এরপর পাঁচের পাতায়

সাধু নিগ্রহের প্রতিবাদে পথে সাধু সংগঠনগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ এপ্রিল বীরভূমের সাঁইথিয়ায় সন্ন্যাসী ভুবন মহারাজের অস্বাভাবিক মৃত্যুর উপযুক্ত তদন্তের দাবিতে এক বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয় বিভিন্ন সাধু সংগঠনের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বঙ্গীয় হিন্দু সেনার প্রতিষ্ঠাতা অম্বিকানন্দজী মহারাজ সহ বিভিন্ন আশ্রমের সাধু প্রতিনিধিরা। রাজনীতির সঙ্গে কোনও ভাবেই যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও এ রাজ্যে যেভাবে সাধু–সন্তদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে তার নিন্দা করেন বিরোধী দলনেতা সহ সাধু মহারাজরা।

অম্বিকাজী মহারাজ এক একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, আধ্যাত্মিকতা ও দেশগঠন এবং সনাতনীদের ঐক্যবদ্ধ করতে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে।

হিন্দুদের নামে বাঙালিদের মধ্যে বিজাতীয় সংস্কৃতি ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই বাংলা নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ফিরে পাক। বাঙালি জাতের নিজের সনাতন ভাবধারাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারে তার পথ দেখানোর জন্যই এই সংগঠনের গোড়াপত্তন। ভুল পথে পা বাড়ালেই বঙ্গীয় হিন্দু সেনা হাত ধরে তার ইতিহাস পর্যালোচনা করে যা সঠিক তা চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবে। বাংলা ভাষার প্রয়োগও এখন প্রশ্ন তুলে দিয়েছে তাই তার সঠিক মূল্যায়ণ করে তিনি বলেন, সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জলকে বারি লিখেছেন। কিন্তু কখনো জলের পরিবর্তে পানি লেখেননি।

এরপর পাঁচের পাতায়

দুটি মামলা সরাতে নির্দেশ

কল্লোল গুহঠাকুরতা : নিজের এজলাসে বিচারাধীন বিষয় নিয়ে টিভিতে সাক্ষাৎকার দেবার জন্য শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাস থেকে প্রাথমিক নিয়োগে দুর্নীতি বিষয়ক দুটি মামলা সরিয়ে নেবার নির্দেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ধনঞ্জয় জসবন্ত চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ। কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি টি এস শিভাগনানমকে এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে। এই নির্দেশে বিচারপতিদের হেনস্থার বিরুদ্ধেও কড়া নির্দেশ জারি করেছে এই বেঞ্চ।

তবে নিজের এজলাসে বিচারাধীন বিষয় নিয়ে গণপ্রচার মাধ্যমে কোনও কর্মরত বিচারপতি সাক্ষাৎকার দেওয়া এই প্রথম নয়। এর আগে বিচারপতি শ্রী ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মরত অবস্থায় বাজি এবং শব্দদূষণ মামলায় যেসব যুগান্তকারী রায় দিয়েছিলেন তা নিয়ে একাধিকবার দূরদর্শন এবং আকাশবাণীতে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন এমনকী তদানিন্তন অতি জনপ্রিয় স্টার টিভি কলকাতা হাইকোর্টে তার নিজস্ব চেম্বারে এসে সাক্ষাৎকার নিয়ে যায়। এর জন্য বিচারপতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোনও অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

উত্তরের আঙিনায়

এই তীব্র গরমে জেলা জুড়ে তরমুজের বিক্রি বেড়েছে বিস্তর

দক্ষিণ দিনাজপুর : ইতিমধ্যে বিদায় নিয়েছে বসন্ত শুরু হয়েছে গরম। তার পাশাপাশি সূর্যের প্রখর তাপে নাজেহাল অবস্থা জেলাবাসী সহ গঙ্গারামপুরবাসীর। আর এই গরমে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে তরমুজ বিক্রির ব্যাপক হার বেড়েছে। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধ্যে গঙ্গারামপুর শহর ব্যবসার প্রতিষ্ঠিত জায়গা এখানকার অনেক কিছুই বিখ্যাত বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এইবার এই গরমে সূর্যের তীব্র দাবদাহে অতিষ্ঠ জেলাবাসী সহ গঙ্গারামপুরবাসীরা।

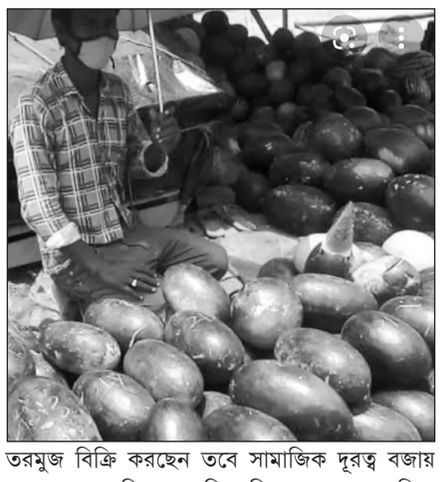

গঙ্গারামপুর জুড়ে বেড়েছে তরমুজের বিক্রি। সুমিষ্ট তরমুজ কিনতে দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন ক্রেতারা। একেকটি তরমুজ ১০ টাকা থেকে শুরু করে ২০ টাকা কেজি পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে। জানা গেছে গঙ্গারামপুর শহরের কিছু বিক্রেতা ও কিছু বাসিন্দারা স্থানীয় চাষ করা তরমুজ বিক্রি করছেন। বৃহস্পতিবার গঙ্গারামপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন হাইরোড থেকে শুরু করে গঙ্গারামপুর তপন রাজ্য সড়কের পাশেই ফলের দোকানগুলিতে গরমে তরমুজ বিক্রি বেড়েছে সেই তরমুজ কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন আবালবৃদ্ধবনিতা। পাশাপাশি তরমুজ বিক্রেতারা জানান, গত দু'বছর ধরে লকডাউনের মাঝে তাদের বিক্রিতে ভাটা পড়লেও সূর্যের তীব্র দাবদাহে অতিষ্ঠ এলাকার বাসিন্দারা তাদের দোকানে তরমুজ কেনায় ও বিক্রি বাড়াতে মুখে হাসি ফুটেছে বিস্তর। তারা সবকিছু মানিয়ে নিয়ে তরমুজ বিক্রি করছেন তবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পাশাপাশি প্রশাসনিক নিয়মকে মান্যতা দিয়ে তাঁরা বিক্রি করছেন বলে জানা গেছে।

এদিন এক বিক্রেতা জানান, তরমুজের বিক্রির হার কমলেও গরমে তরমুজ বিক্রি বেশ ভালোই চলছে। বাঙালির ঘরে ঘরে নানান দেব দেবীর পুজো দেওয়ার জন্য তরমুজের বিক্রিও বেড়েছে। গরম থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তরমুজ কিনছেন সকলে। হাওয়া অফিসের তরফে গত কয়েকদিন আগে জানানো হয়েছিল এবছর গরম পড়বে বিস্তর।

গ্রীষ্মের উষ্ণতার মাঝে তুষারের চাদরে ঢাকা পড়ল সিকিমের ছাঙ্গু

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোটা রাজ্যতো বটেই, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে দাবদাহ। তবে সিকিমের ছাঙ্গু লেকে ঘটেছে বিরল ঘটনা, এই গরমের মরশুমেও তুষারপাতের ঘটনা ঘটেছে ছাঙ্গু লেকে। আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাস্তা, রাস্তা থেকে বরফ সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত জানা গেছে রবিবার সকালে তুষারপাতের ঘটনা ঘটেছে সিকিমের ছাঙ্গু লেকে। এপ্রিল মাসের শেষেও তুষারের চাদরে ঢুকেছে ছাঙ্গু, এই অপরূপ দৃশ্য ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যারা গরম থেকে শান্তি পেতে সিকিমে পাড়ি দিয়েছেন তাদের কাছে

এই তুষারপাত বাড়তি পাওনা। এই তুষারপাতকে ঘিরে পর্যটকদের মধ্যে বাড়তি উন্মাদনা দেখা গেছে।

সম্প্রতি কিছুদিন আগে সংলগ্ন এলাকায় তুষার ধস নামে, অন্তত সাতজন পর্যটক এর মৃত্যু হয়। আহত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন, তাই রীতিমত সতর্ক প্রশাসন। আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ছাঙ্গু লেক,বাবা মন্দির, নাথুলা যাওয়ার রাস্তা। পরিস্থিতির উপর বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে।

বেঙ্গল সাফারি পার্কের নতুন অতিথির আগমন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে আগমন নতুন অতিথির। জন্ম হয়েছে হিমালয়ান ব্ল্যাক ভাল্লুকের। বেঙ্গল সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হয়েছে মা ও সন্তান দুজনেই ভালো রয়েছে। এই নিয়ে বেঙ্গল সাফারি পার্কে ভাল্লুকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬।

এ.বিষয়ে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানান, প্রজননের ক্ষেত্রে সফলতা মিলেছে বেঙ্গল সাফারি পার্কের। এর আগে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জন্ম হয়েছে, হরিণের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। সিকিমের একটি জঙ্গল থেকে ১৩ ফুরবুকে উদ্ধার করা হয়েছিল, সে সংসার পাতে ১১ বছরের ধ্রুবুর সঙ্গে। প্রসঙ্গত ২৭ মার্চ বেঙ্গল সাফারি পার্কে নতুন অতিথির আগমন হয় যদিও বিষয়টি আগে জানানো হয়নি। কারণ জন্মের পরে কিছু সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। তবে মা ও সন্তান দুজনই ভালো রয়েছে, বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে। পুষ্টিকর খাওয়ার সঙ্গে ভিটামিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া হচ্ছে।

পাহাড়ে চাষবাস! নদী, পাহাড়, সবকিছুর সমাহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনের মাসে পড়তে চলেছে গরমের ছুটি, ইতিমধ্যেই অনেকে বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে ফেলেছেন। গরমের ছুটিতে পর্যটকদের অন্যতম ডেসটিনেশন দার্জিলিং কালিম্পং কার্শিয়াং। গরমের ছুটিতে কিছুদিন পাহাড়ি পরিবেশে কাটাতে অনেকেই পছন্দ করেন। দার্জিলিং এ রয়েছে একটি ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম নাম ছোট রঙ্গীত। এই পাহাড়ি গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ খুবই মনোরম, সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই গ্রামের বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা চাষবাস করা। অবাক হলেও এটাই সত্যি, গোটা গ্রাম জুড়ে দেখা যাবে চাষবাসের ছবি। পাহাড়েও কিভাবে চাষবাস হয় তা এই গ্রামে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে। এখানে পাহাড়ের ধাপে ধাপে চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। এখান থেকে দার্জিলিং এর দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়, এছাড়া সামনেই রয়েছে বিজন বাড়ি,

সিকিমের জরথান। অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে কিছুদিন নিরালা কাটানোর অন্যতম সেরা ঠিকানা। উল্লেখযোগ্য এখানে রয়েছে রঙ্গিত নদী, অপরূপ সুন্দর এই নদী। সামনেই মানেভঞ্জন পাহাড়। সব মিলিয়েই দুর্দান্ত ঠিকানা পাহাড়ি গ্রাম ছোট রঙ্গিত।

কম খরচে গ্যাংটক ভ্রমণ সরকারি বাসে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ঘুরতে আমরা সবাই ভালবাসি, কেউ পাহাড় কেউবা সমুদ্র। পাহাড় বললেই দার্জিলিং সিকিম। সারা বছরই সিকিম ও দার্জিলিংয়ে পর্যটকদের আনাগোনা হয়ে থাকে। বিশেষ করে গরমের সময় এই দুই জায়গায় পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। সিকিমে যেতে হলে প্রথমে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে আসতে হবে, তারপর সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া যাবে সিকিমের গ্যাংটক, পেলিং সহ বিভিন্ন জায়গাগুলিতে। গাড়ি ভাড়া যথেষ্ট বেশি। তবে কম খরচে গ্যাংটক যাবার উপায় রয়েছে মাত্র ১৯০ টাকা দিয়ে চলে যাওয়া যাবে গ্যাংটক। নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে নেমে সেখান থেকে চলে যেতে হবে এসএনটি বাসস্ট্যান্ডে। এই বাস স্ট্যান্ডটি শিলিগুড়ির প্রধান নগরে রয়েছে। এখান থেকে সরকারি বাসে গ্যাংটক যেতে লাগবে ১৯০ টাকা। এসি ও নন এসি দুরকম বাস পাওয়া যায়। শুধু গ্যাংটক নয়, অন্যান্য জায়গা গুলিতে

বাসে যাওয়া যাবে। সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এই শহরের সব থেকে বিশেষ আকর্ষণ। শহরের চারপাশে রয়েছে পাহাড়, পর্যটকদের জন্য রয়েছে রোপওয়ে চড়ার ব্যবস্থা। গ্যাংটকের এমজি মার্গ পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। সামনেই রয়েছে ছাঙ্গু লেক, শীতকালে বরফে ঢেকে যায় এই ছাঙ্গু লেক। ছাঙ্গুলের যাওয়ার পথে রয়েছে বাবা মন্দির। সব মিলিয়ে গ্যাংটক পর্যটকদের কাছে সব দিক থেকে আকর্ষণীয়।

কাজের খবর

এইমসে ৩,০৫৫ নার্সিং অফিসার

অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস–এর কল্যাণী, নিউ দিল্লি, ভুবনেশ্বর, দেওগড়, গোরক্ষপুর, যোধপুর, মঙ্গলবাড়ি, নাগপুর, পাটনা, রায়বেরেলি, রায়পুর, বিলাসপুর, বাতিন্ডা, ভোপাল, বিবিনগর, মঙ্গলাগিরি, রাজকোট, বিজয়পুর ও ঋষিকেশ। কেন্দ্রে কাজের জন্য 'নার্সিং অফিসার' পদে ৩,০৫৫ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে।

বিএসসি, নার্সিং বা বিএসসি (অনার্স) নার্সিং কোর্স পাশরা যোগ্য। নার্সিং কোর্স পাশরা যোগ্য। নার্সিংয়ের বিএসসি (পোস্ট সার্টিফিকেট) বা পোস্ট বেসিক বিএসসি, নার্সিং কোর্স পাশরাও যোগ্য।

জেনারেল নার্সিং মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা ৫০ শয্যার হাসপাতালে অন্তত ২ বছরের পোস্ট কোয়ালিফিশেনে অভিজ্ঞতা থাকলেও যোগ্য। সব ক্ষেত্রে রাজ্য বা, ভারতীয় নার্সিং কাউন্সিলে নার্স ও মিডওয়াইফ হিসাবে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৫–৫–২০২৩'এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি'রা ৩ বছর আর প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। সব ক্ষেত্রে শুরুতে ২ বছরের প্রবেশন। মূল মাইনে ৯,৩০০–৩৪,৮০০ টাকা ও গ্রেড পে ৪,৬০০ টাকা।

শূন্যপদ : কল্যাণীতে ২০টি (জেনাঃ ১২, ও বি সি ৭, তঃজাঃ ২, তঃ উঃ জাঃ ২, ইডব্লুএস ১)। নিউ দিল্লিতে ৬২০টি (জেনাঃ ২৭০, ও বি সি ১৬৩, তঃ জাঃ ৮৫, তঃ উঃ তাঃ ৪৫, ইডব্লুএস ৫৭)। ভুবনেশ্বর ১৬৯টি (জেনাঃ ৭৯, ও বি সি ৩৭, তঃ জাঃ ২৫, তঃউঃজাঃ ৮, ইডব্লুএস ২০)। দেওগড়ে ১০০টি (জেনাঃ ৪১, ও বি সি ২৭, তঃ জাঃ ১৫, তঃউঃজাঃ ৭, ইডব্লুএস ১০)। গোরক্ষপুরে ১২১টি (জেনাঃ ৬৬, ও বি সি ৩৩, তঃ জাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৫, ইডব্লুএস ৫)। যোধপুরে ৩০০টি (জেনাঃ ১৭৯, ও বি সি ২৪, তঃ জাঃ ৪৫, তঃউঃজাঃ ২২, ইডব্লুএস ৩০)। মঙ্গলগিরি ১১৭টি (জেনাঃ ৪৮, ও বি সি ৩১, তঃ জাঃ ১৮, তঃউঃজাঃ ৯, ইডব্লুএস ১১)। নাগপুর ৮৭টি (জেনাঃ ৩৭, ও বি সি ১৯, তঃ জাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ৯, ইডব্লুএস ১৪)। পাটনা ২০০টি (জেনাঃ ৮১, ও বি সি ৫৪, তঃ জাঃ ৩০, তঃউঃজাঃ ১৫, ইডব্লুএস ২০)। রায়বেরেলি ৭৭টি (জেনাঃ ৩২, ও বি সি ২২, তঃ জাঃ ১১, তঃউঃজাঃ ৪, ইডব্লুএস ২৮)। রায়পুর ১৫০টি (জেনাঃ ৬৩, ও বি সি ৩৬, তঃ জাঃ ২৩, তঃউঃজাঃ ৬, ইডব্লুএস ২২)। বিলাসপুর ১৭৮টি (জেনাঃ ৭৩, ও বি সি ৪৮, তঃ জাঃ ২৬, তঃউঃজাঃ ১৬, ইডব্লুএস ১৫)। বিজয়পুর, জম্মু ১৮০টি (জেনাঃ ৭১, ও বি সি ৪৯, তঃ জাঃ ২৭, তঃউঃজাঃ ১৪, ইডব্লুএস ১৯)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : 76/2023 dated 12.04.2023.

প্রার্থী বাছাই হবে 'Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test (NORCET) 2023'র অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ৩ জুন। ৩ ঘন্টার পরীক্ষায় ২০০ নম্বরের ২০০টি অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : ১৮০টি প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর আর ২০টি প্রশ্ন হবে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড অ্যাপ্টিটিউট বিষয়ে। নেগেটিভ মার্কিন আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর বাদ যাবে। অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নেবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৫ মে'র মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.aimsexams.org এ জন্য বৈধ একটিই মেল আইডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ৫০ কেবি'র মধ্যে, সিগনেচার ৩০ কেবি'র মধ্যে আর থাম্ব ইমপ্রেশন জেপিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। দরখাস্ত করার আগে পরীক্ষা ফী বাবদ ৩০০০ টাকা (তপশিলী, ইডব্লুএস প্রার্থীদের ২,৪০০) টাকা নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডে জমা দেবেন। প্রতিবন্ধীদের ফি লাগবে না। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে ফটো ও সিগনেচার আপলোড করে আর ফি ডিটেলস আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে পাবেন।

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি
কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচতে হলে

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

সমগ্র বিশ্বেহার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর হার যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে চিকিৎসক সমাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে ৩০ বা ৪০ বছর বয়সের কোটায় হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সাম্প্রতিক অতীতে বিনোদন জগতের বিশিষ্ট জনেদের অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাকে অকাল মৃত্যুতে জনগণের মনে এক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান ডিজিটাল যুগের জমানায় দীর্ঘক্ষণ ঘরে বসে কাজ করার অভ্যাস, কায়িক পরিশ্রমের অভাব, বিভিন্ন প্রকার তেল মশলার জাঙ্ক ফুড খাবার প্রবণতা, শরীরচর্চায় অনীহা থেকে মেদবৃদ্ধি বা ওবেসিটির হার বেড়েই চলেছে। রক্তে বাড়ছে কোলেস্টেরল এর মাত্রা। এর সঙ্গে রয়েছে ধূমপান বা মদ্যপানের বদ অভ্যাস। তাছাড়া রয়েছে অত্যাধিক মানসিক চাপ। এই বর্ধিত কোলেস্টেরল রক্তনালীর দেওয়ালে জমার ফলে ধমনী ক্রমশ সরু হতে থাকে এবং এক সময় হৃৎপিণ্ডের ধমনীতে চর্বি জমার ফলে সেখানে রক্ত সঞ্চালন আর স্বাভাবিক থাকে না। তৈরি হয় ব্লাড ক্লট সেই ব্লাড ক্লট আটকে বেশির ভাগ রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়। এই হৃৎপিণ্ডের কোষে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে কর্মহীন হয়ে যাওয়াকেই হার্ট অ্যাটাক

বা অ্যাকুউট ময়োকার্ডিয়াল ইনফারকশন বলা হয়। এটা অনেকটা ঠিক বাড়ির জলের পাম্পের সাহায্যে বাড়ির বিভিন্ন স্থানে পাইপের মাধ্যমে জল সরবরাহের মতো। হার্ট আমাদের শরীরে এই পাম্পের কাজ করে। জলের পাইপে দীর্ঘদিন ব্যবহারের পর যেমন মরচে ইত্যাদি জমে পাইপের পরিধি কমে গিয়ে জলের ফ্লো কমে যায় সেরকমই কোলেস্টেরল প্লাক জমে ধমনী সরু হতে থাকে বিভিন্ন বর্ণিত কারণে।

হার্ট অ্যাটাক হলে সাধারণত বুকের মাঝখানে ও বাঁদিকে ব্যথা হবে যাকে কিনা চিকিৎসার পরিভাষায় রেট্রো স্টার্নাল পেন বলা হয়ে থাকে। এই ব্যথা দুই হাত পিঠ বা চোয়ালের দিকেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এর সঙ্গে প্রচন্ড ঘাম হবে সঙ্গে শ্বাসকষ্টও থাকতে পারে। এই সমস্ত উপসর্গ দেখা দিলে কোনো ঝুঁকি না নিয়ে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরি কারণ হার্ট অ্যাটাকে চিকিৎসার প্রথম দুই ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (গোল্ডেন আওয়ারস)। এই সময় ক্লট গলানোর ইনজেকশনের প্রয়োজন হতে পারে। তাছাড়া এনজিওগ্রাফি করে হার্টের ধমনীর কোথায় এবং কতটা ব্লক আছে তা দেখে দরকার মতো এনজিওপ্লাস্টি অথবা অনেক ক্ষেত্রে বাইপাস সার্জারিও করতে হতে পারে। তবে অল্প ব্লকের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো নিয়মিত ওষুধের সাহায্যেও এর চিকিৎসা সম্ভব।

তবে হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই যেসব কারণে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ে সেগুলো সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে অবশ্যই একে আটকানো সম্ভব। ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হাইপার লিপিডিমিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ধূমপান এবং মদ্যপান অবশ্যই ত্যাগ করা জরুরি। ওবেসিটি ও মানসিক চাপ কমাতে হবে। ফ্যাট জাতীয় খাবার কমিয়ে বেশি করে শাকসবজি ও ফল খেতে হবে। যোগ ব্যায়াম এবং নিয়মিত কিছুটা দ্রুত হাঁটার অভ্যাস করতে হবে।

ভয় পাবার কোনো প্রয়োজন নেই। সুস্থ থাকতে হলে বছরে কমপক্ষে একবার ডাক্তারবাবুর পরামর্শ অনুযায়ী রক্ত পরীক্ষা ইসিজি ইত্যাদি চেকআপ করুন। তারপর তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজন হলে নিয়মিত ওষুধ খান। তাহলে অবশ্যই আপনি সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৯ এপ্রিল – ৫ মে, ২০২৩

মেষ রাশি : সন্তানের পড়াশোনায় অমনোযোগীতা বৃদ্ধি। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্য। বাড়ি ক্রয় করার পরিকল্পনা হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যা দূর হওয়ার সম্ভাবনা। রাস্তায় চলার পথে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ২১ বার 'ওঁ ভৈরব নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা। চাকরিক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে বিলম্ব। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান বিনোদন জগতে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা। শিল্পী সত্তার বিকাশ।

প্রতিকার : ২১ বার প্রতিদিন 'ওঃ দুর্গায় নম' জপ করুন।

মিথুন রাশি : কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ হাতছাড়া করা শ্রেয় নয়। সঞ্চয় বাধা। বিলাস–ব্যসনে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি। পারিবারিক সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। মামলার নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। ব্যবসায় অর্জিত অর্থের অপব্যয়ের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রত্যহ ১০৮ বার ওঁ কেতবে নমঃ জপ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল অবস্থা। পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। জনহিতকর কর্মে প্রশংসা লাভ ও অগ্রগতির সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। বিবাহের কথাবার্তা হয়েও ভেঙে যেতে পারে।

প্রতিকার : ৪১ বার প্রত্যহ ওঁ শিবায় নম জপ করুন।

সিংহ রাশি : আর্থিক সমৃদ্ধি হলেও ভাগ্যোন্নতিতে বাধা। সন্তানের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। ব্যবসায়িক সাফল্যে বিলম্ব। জমি বা বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে সাফল্যের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : আদিত্য হৃদয়ম নিত্য জপ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। যে কোনো কর্মে উদাসীনতা বৃদ্ধির দরুণ কর্মে বিপত্তির সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলুন। ভাগ্যোন্নতির সম্ভাবনা। আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। ব্যবসায় সাফল্য হলেও ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার রাহুর পুজো করুন।

তুলা রাশি : অকারণে অন্যের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। আয়ভাব শুভ। ব্যবসায় সাফল্য। দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধির দরুণ ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রত্যহ ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিদেশের যাওয়ার সম্ভাবনা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। কর্মে সাফল্যে বিলম্ব। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ব্যবসায় আশাতীত ফল লাভ বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ২৭ বার ওঁ ভোময় নমঃ জপ করুন।

ধনু রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। সন্তানের অতিরিক্ত চাহিদার দরুণ অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মস্থলে সাফল্য। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগ ঝুঁকি রয়েছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ গুরবে নমঃ জপ করুন

মকর রাশি : অনৈতিক কাজকর্মে না জড়ানোই ভালো স্বজনের ব্যবহারে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। পারিবারিক দ্বন্দ্ব প্রতিরোধে সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। ব্যবসায়িক সাফল্য অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা। বেকারদের চাকরির প্রচেষ্টায় সফলতা আসার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের অবনতিতে অর্থব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রত্যহ হনুমান চাল্লিশা জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টিশীল কর্মের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি অনীহা। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসের সঙ্গে যে কানো পরিস্থিতির মোকাবিলা সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২৪ বার ও মন্দায় নম জপ করুন।

মীন রাশি : আর্থিক লেনদেনে সতর্কতার প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। ব্যবসায়ীদের পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভ। হারিয়ে যাওয়া কোনো দ্রব্য ফেরত পেতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঃ বৃহস্পতেয় নম জপ করুন।

শব্দবার্তা ২৪৪

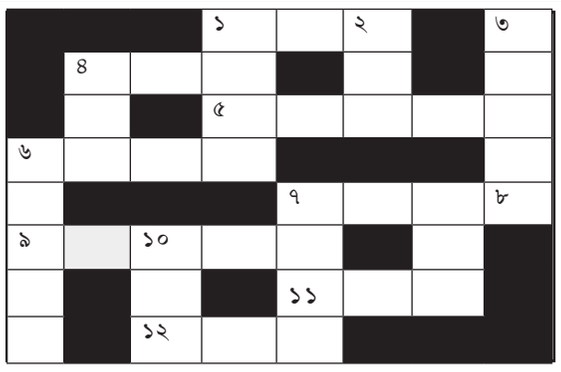

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অস্ত্র, প্রহরণ ৪। সূর্য, চন্দ্র ৫। বড়ো শহর ৬। হামেশা, প্রায়ই ৭। চোস্ত ৯। ভয়াল মূর্তি, শিবানুচর ১১। দীর্ঘ, লম্বাটে ১২। শিয়াল।

উপর–নীচ

১। উচ্চ–নীচ নির্বিশেষে ২। ধসা ৩। দেখার ভুল ৬। কোনো বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী ৭। দিগদিগন্ত ৮। কুঠার, কুড়ুল ১০। ওষুধ।

সমাধান : ২৪৩

পাশাপাশি : ১। অকর্মার ধাড়ি ৫। নামধাম ৭। প্রাসাদ ৯। সাগর ১০। বিলসিত ১২। অকট বিকট।

উপর–নীচ : ১। রমনা ৩। কতমতো ৪। ধামসাধামসি ৬। মহানাগরিক ৮। হবির্ভুক ১১। তরফ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর : জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে খুন। তার জেরে অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর থানার দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সুবুদ্ধিপুর এলাকায়। মৃত ব্যক্তি হলেন রহম আলি মোল্লা (৩৯)।বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকায়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার সকালে সুবুদ্ধিপুরের পন্ডিতিয়াবাগানের বাসিন্দা রহম আলি মোল্লার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দা আকবর আলি লস্করের পরিবারের সাথে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল তাদের। এমনকি এ নিয়ে একাধিকবার থানায় ডাক পড়ে উভয় পরিবারের। আকবরের পরিবারের লোকজন তাদেরকে খুন করার হুমকি দেয়।

সোমবার রহম আলির মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পরই উত্তেজিত হয়ে পড়ে তার পরিবারের লোকজন। এর পরেই আকবরের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় তারা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মথুরাপুর থানার পুলিশ। পরিস্থিতি বেগতিক হলে পুলিশবাহিনী নিয়ে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি কোটেশ্বর রাও। দেহ উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। রহম আলির পরিবারের লোকজনের হাত থেকে আকবরের পরিবারের ২ জনকে উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

মাথায় বাজি রেখে ফাটাতে গিয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুজোতে বাজি ফাটানোর সময় পাইপ সেল মাথায় রেখে ফাটাতে গিয়ে মৃত্যু হল যুবকের। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে রামনগর থানার মাথুর গ্রামে। মৃত যুবক শুভজিৎ পুরকাইত(২৬)। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার মাথুর গ্রামে পুজো ছিল। সেই উপলক্ষে রাতে গ্রামে বাজি ফাটানো চলছিল। তখনই শুভজিৎ পুরকাইত পাইপ সেল মাথার উপর রেখে তাতেই বাজি ফাটাচ্ছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান। এমনকী মাথায় পাইপ সেল রেখে বাজি ফাটাতে নিষেধ করেন স্থানীয়রা। প্রথমে কয়েকটি বাজি ফাটালেও সেলের চাপে মাথা ফেটে গুরুতর জখম হয় ২৬ বছরের শুভজিৎ পুরকাইত। তাকে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে জানান। অন্যদিকে, এই ঘটনার খবর পেয়ে রামনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পরিবারের একমাত্র ছেলে শুভজিৎ পুরকাইতের এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার ৪ ডাকাত

অভীক মিত্র : রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রের নেতৃত্বে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রামপুরহাট নিউটাউন সংলগ্ন ভোল্লা ক্যানেলে সোনার দোকান মমতা জুয়েলার্স এবং সংলগ্ন বাড়িতে ডাকাতির কিনারা করল পুলিশ। ধৃতরা হল আঙ্গুর শেখ, লালু শেখ, রোহন শেখ এবং বাবাই শেখ। প্রত্যেকের বয়স কুড়ি থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে এবং বাড়ি রামপুরহাট থানা এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে একটি নাইন এমএম পিস্তল, একটা ম্যাগাজিন পাঁচটা বুলেট সহ দুটো মোটরবাইক সিজ করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রামপুরহাট নিউটাউন সংলগ্ন ভোল্লা ক্যানেলে ২০ এপ্রিল রাত সাড়ে আটটা নাগাদ সোনার দোকান মমতা জুয়েলার্স এবং সংলগ্ন বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ডাকাতি করতে আসে চার ডাকাত। বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে দোকান মালিক তাদের শাটার নামিয়ে মাড়গ্রাম থানায় খবর দেয়। সিউড়ি থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র এবং রামপুরহাট, মাড়গ্রাম, নলহাটি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। দরজা ভেঙে ঘর ও দোকানে ঢোকে পুলিশ দেখে গোটা দোকান এলোমেলো কিন্তু ঘরের ভেতর কাউকে পাওয়া যায়নি। সোনার গয়না নগদ টাকা নিয়ে পালায় ওই ডাকাত দলটি। ২১এপ্রিল দুপুরে রামপুরহাট থানায় রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বলেন, পুলিশ আসার আগে লোকজন ডাকার সময় পাঁচিল টপকে ৪ডাকাত পালিয়ে যায়। বিভিন্ন সূত্র মারফত খবর জোগাড় করে ২৪ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে ৪জনকে গ্রেপ্তার করেছি যারা অপরাধ কবুল করেছে। যে সমস্ত জিনিস ডাকাতি হয়েছে সেগুলো উদ্ধার হয়েছে। আঙ্গুর শেখের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। ২২ এপ্রিল রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ৭দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

চিকিৎসকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখে সেলোটেপ, হাত পা বাঁধা অবস্থায় এক প্রবীণ চিকিৎসকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নলহাটি পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের রেলগেটের কাছে। মৃত চিকিৎসকের নাম মদনলাল চৌধুরী (৮২)। তাঁর নিজের বাড়ির দোতলার ঘর থেকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র। মদনলাল চৌধুরী ছিলেন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। বীরভূম লোকসভাকেন্দ্র থেকে তিনি ২বার বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নলহাটি থানার পুলিশ।

ধর্ষণে গ্রেপ্তার ২ সিভিক ভলেন্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিশুকন্যাকে নিয়ে লাভপুরের ফুল্লরা মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল বছর পঁচিশের এক গৃহবধূ। লাভপুর থানার দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার ছোট্টু দত্ত ও সুমিত মুখোপাধ্যায় সেখানে কর্মরত ছিল। গরমে মন্দির চত্বর ফাঁকাই ছিল। শিশুকন্যা জল তেষ্টা পাওয়ায় ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের কাছে জল চেয়েছিল ওই গৃহবধূ। কর্তব্যরত দুই সিভিক ভলেন্টিয়ার জলে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয় তারপর সেই জল পান করে জ্ঞান হারায় ওই গৃহবধূ। মন্দির থেকে মহিলাকে একটি গেস্ট হাউসে নিয়ে যায় তারা। শিশুকন্যাকে আটকে রেখেই ওই গৃহবধূকে মন্দিরের অতিথিশালায় ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার কথা কাউকে জানালে ভালো হবে না বলেও হুমকি দেয়। ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় লাভপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। লাভপুর থানার পুলিশ ২ সিভিক ভলেন্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ৩ দিনের পুলিশ হেফাজত হয়েছে।

শহরের রাস্তা সংস্কারে অর্থসংকট

নজরে পঞ্চায়েত ভোট

দেবাশিস রায় : রাজ্যজুড়ে আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জোর নজর। গ্রামগঞ্জে চারিদিকে এখন সরকারি পর্যায়ে শেষ মুহূর্তের উন্নয়ন যজ্ঞ অব্যাহত।রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে পানীয়জল, সর্বক্ষেত্রের উন্নয়নে কার্যত দরাজ দিল রাজ্য সরকার।বিশেষ করে গ্রাম্য রাস্তাঘাটের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার কিছুদিন আগেই পথশ্রী' প্রকল্প শুরু করেছে। কয়েকশো কোটি টাকার এই প্রকল্পে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের বেহাল রাস্তাগুলি সংস্কারের পাশাপাশি কিছু কিছু নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এককথায়, এই প্রকল্পের মধ্য দিয়েই তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত ভোটে সাধারণ মানুষের নজর কেড়ে নিয়ে এবার বাজিমাৎ করতে চাইছে। এদিকে, 'পথশ্রী' প্রকল্পে মোটারকম অর্থ বরাদ্দের ধাক্কায় মফস্বল তথা শহরাঞ্চলের রাস্তাঘাট সংস্কারের ভাঁড়ারে টান পড়ায় সমস্যা চরমে। ফলে বিভিন্ন পুরসভা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে থাকা অসংখ্য রাস্তাঘাট সংস্কার না হওয়ায় নগরবাসীর দুর্ভোগ অব্যাহত। কুচবিহার থেকে কোন্নগর, বাঁকুড়া থেকে বর্ধমান, কার্যত সর্বত্রই একই পরিস্থিতি। সোমবার সকালে বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাট পুরসভার নাগরিকরা। এলাকার পাতাইহাটে এই বিক্ষোভের কারণে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচলে সমস্যা হয়েছিল। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায় বলেন, পর্যাপ্ত ফান্ড সংকটের কারণেই রাস্তা সংস্কার সহ উন্নয়নের অনেক কাজ সময়মতো করা সম্ভব হচ্ছে না। এমনটা যে শুধু রাস্তাঘাটের ক্ষেত্রেই হচ্ছে তা নয়, অসংখ্য পুরসভায় পানীয়জলের সংকট নিয়েও জনমানসে তীব্র অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করেছে। দিনকয়েক আগে উত্তর চব্বিশ পরগণার পানিহাটি পুরসভায় পানীয়জল সংকট নিয়ে বাসিন্দারা ফুঁসে উঠেছিলেন। তাঁরা পর্যাপ্ত পানীয়জলের দাবিতে রাজপথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে গেলে পুলিশ পরিস্থিতি সামাল দিতে এসে নাগরিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। তীব্র দাবদাহে ধুঁকতে থাকা বাঁকুড়ায় একদল নাগরিক পানীয়জলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে রাস্তায় নামলেই স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের রোষের মুখেও পড়েন বলে অভিযোগ। টুকরো টুকরো এমনই সব ঘটনা প্রতিনিয়ত রাজ্যজুড়ে ঘটে চলেছে। কোনও কোনও ঘটনা খবরের শিরোনামে ঠাঁই পায় তো নানা কারণে কোনও কোনওটা প্রশাসনের নজরের বাইরেই থেকে যায়। তবে, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামগঞ্জে জনতা জনার্দনের ঢালাও 'আশীর্বাদ' লাভের জন্য যে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস আদাজল খেয়েই ময়দানে নেমে পড়েছে তা বেশ মালুম হচ্ছে। পঞ্চায়েত ভোটের মুখেমুখেই দুয়ারে সরকার এবার 'বুথে বুথে' পরিষেবা প্রদান সহ 'পথশ্রী' প্রকল্পের সূচনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক উঠেছিল। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে একযোগে সরব হয় সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস সহ বিরোধীরা। তাদের দাবি, শাসকদলের আগাপাশতলার নেতানেত্রীদের পরপর সীমাহীন দুর্নীতিতে কোণঠাসা রাজ্য সরকার। যেকারণে তৃণমূল কংগ্রেস আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে নানা উপায়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারই অন্যতম উপায় 'দুয়ারে সরকার', 'পথশ্রী' প্রভৃতি। এমনকি, ২৫ এপ্রিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কুচবিহার থেকে শুরু হওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের দু'মাস ব্যাপী 'রাজকীয়' জনসংযোগ যাত্রা নিয়েও বিরোধীরা দফায় দফায় কটাক্ষ করছে। অবশ্য বিরোধীদের যাবতীয় কটাক্ষ, সমালোচনায় কোনওরকম কান না দিয়ে দলীয় সংগঠনকে নিচুতলায় জোরদার করার পাশাপাশি কীভাবে হারানো জনসমর্থন ফিরে পাওয়া যায় সেই পরিকল্পনাতেই বিভোর তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির এক প্রবীণ নেতা তথা দলের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনৈক সদস্য দল পরিচালনায় একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করেছেন। এমতাবস্থায় সুশীল নাগরিকদের একাংশের পাশাপাশি বিরোধীদের অভিযোগ, চারিদিকে উন্নয়ন নিয়ে রাজ্য সরকার যেভাবে ঢাক পেটাচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে তার অমিলটাই বেশি। তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার মানুষের কাছে গঠনমূলক উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে ব্যর্থ।একাধিক সরকারি প্রকল্পের নামে কোটি কোটি টাকার দানখয়রাতি এবং তোষণের রাজনীতি হচ্ছে। যথাযথভাবে পরিকল্পনার অভাব থাকায় রাজ্য সরকারকে চরম আর্থিক সঙ্কটে ধুঁকতে হচ্ছে এবং যার প্রভাব পড়ছে সর্বত্র উন্নয়নেও।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

চব্বিশ পরগণার মাছধরা প্রকল্প অথৈজলে

(নিজস্ব সাংবাদিক)

সংবাদে প্রকাশ দক্ষিণ ২৪ পরগণার সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী রায়চকে মাছ ধরার যে প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছিল তা টেণ্ডারদের অতিরিক্ত দাবীর ফলে ব্যয়-বরাদ্দের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার বানচাল হবার উপক্রম হয়েছে। লোকসভার সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসুর এক চিঠির উত্তরে কেন্দ্রীয় কৃষি-বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রী পি, সিন্ধে জানান যে, ১৯৭১ সালে রায়চকে মাছধরার জন্য বন্দর নির্মান বাবদ ১৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। কলকাতা ডক কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে টেণ্ডার আহ্বান করে। কিন্তু টেণ্ডার রেট অতিরিক্ত হাওয়াতে উহা অগ্রাহ্য হয়। শ্রী সিন্ধে আরও জানান যে, ১৯৭২ সালের জুন মাসে ডক কর্তৃপক্ষ পুনরায় টেণ্ডার আহ্বান করেন। সেক্ষেত্রে দেখা যায় কেবলমাত্র রায়চকে জেটী নির্মাণের জন্য ব্যয় হবে ৭৩ লক্ষ টাকা। কিন্তু বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪১ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পের অন্যান্য কাজেও অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ডক কর্তৃপক্ষ ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য ২৪৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করার আবেদন করেন। শ্রীসিন্ধে জানান যে, বর্তমানে ঐ বিষয়টি কেন্দ্রীয় বিবেচনাধীন। সাধারণের প্রশ্ন সবদিক বিবেচনা না করে এইভাবে ব্যয় বরাদ্দ করার নেপথ্যে প্রকল্প বানচাল করাই কি উদ্দেশ্য?

৭ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ২১ শে এপ্রিল ১৯৭৩, ৮ই বৈশাখ, ১৩৮০, শনিবার

প্রকাশ্য দিনের বেলায় ছিনতাই, এলাকায় চাঞ্চল্য

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : প্রকাশ্য দিনের বেলায় ছিনতাই ও ছুরি মারার ঘটনাকে কেন্দ্রে করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল ক্যানিং থানার অন্তর্গত মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন বৈতরণী মহাশ্মশান রোড এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হন বেসরকারি সংস্থার এক কর্মী। পুষ্কর মণ্ডল নামে আক্রান্ত ওই বেসরকারি সংস্থার কর্মীর বাড়ি বারুইপুরের চম্পাহাটী এলাকায়। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বেসরকারি সংস্থার ওই কর্মী মঙ্গলবার দুপুরে বৈতরণী রোড এলাকায় কোম্পানির বকেয়া টাকা নেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। সেখান থেকে টাকা নিয়ে স্থানীয় একটি দোকানে জল খেতে গিয়েছিলেন। সেই সময় দোকান থেকে ৩ যুবক বেরিয়ে আসে। বেসরকারি সংস্থার ওই কর্মীকে ধাক্কা মেরে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। টাকার ব্যাগ দিতে অস্বীকার করলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি। এরপর অপরিচিত ৩ যুবক ওই কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে তার জামা ছিঁড়ে দেয়। পাশাপাশি তার পেটে ধারাল ছুরি দিয়ে আঘাত করে। ঘটনার পর তিন দুষ্কৃতি পালিয়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় বেসরকারি সংস্থার ওই কর্মী রাস্তার উপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকে। স্থানীয় টোটো চালকদের নজরে পড়ে। তারা গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রকাশ্য দিনের বেলায় এমন ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও দুষ্কৃতিদের আটক করতে পারেনি। উল্লেখ্য, গত ১২ এপ্রিল এক ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়েছিল বৈতরণী মহাশ্মশান রোড এলাকার জলাশয় থেকে।

ঘোলা জল ভরসা গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোট আসে ভোট যায় কিন্তু জল পাই না বলে অভিযোগ সিউড়ি এক নং ব্লকের মল্লিকপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত চাংগুরিয়া ডাঙ্গালপাড়া গ্রামের বাসিন্দাদের। কুয়ো থেকে ঘোলাটে জল উঠছে দাবি গ্রামের বাসিন্দাদের। গৃহবধূ আশা মাহারা বলে, পুকুর গড়েতে জল নেই কুয়োতে জল নেই। মাটির ঘরে বাস করছি আগুন লেগে গেলে নেভানোর জল পর্যন্ত নেই। রাস্তা খুড়ে পাইপ বসিয়েছে জল নেই। কুতুরা গ্রাম থেকে জল আনতে হচ্ছে। পঞ্চায়েত সদস্য বলাই ঘোষ মরে যাওয়ার পর থেকে মেম্বার নেই। শিখা মাহারা বলে, জল নাই খেতে পারছি না। কুতুরা গ্রাম থেকে জল আনছি। পঞ্চায়েত জল দেব বলেছে। প্রতিবছর গরমে এইরকম হয়। কুয়ো থেকে ঘোলাটে জল একপ্রকার ভরসা গ্রামবাসীদের। সমস্যার সমাধান কবে হবে সেইদিকে তাকিয়ে গ্রামের বাসিন্দারা।

আত্মঘাতী বধূ এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক গৃহবধূর আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের লাহিড়ীপুর পঞ্চায়েতের বিধানকলোনি গ্রামে। মৃত গৃহবধূর নাম মালবিকা মণ্ডল (৩০)। স্থানীয় সূত্রে খবর, পারবারিক অশান্তির জেরে ওই গৃহবধূ কীটনাশক খেয়ে নিজের ঘরেই অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পরিবারের লোকজন জানতে পেরে তাকে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তাতেই মৃত্যু হয় ওই বধূর। ঘটনার খবর পেয়ে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়।

প্রতারণা, গ্রেপ্তার ২

অহীন ঘোষ, কাকদ্বীপ : মোবাইল টাওয়ার বসানোর লোভ দেখিয়ে ৫ লক্ষ টাকা প্রতারণা করার অভিযোগে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ উত্তর ২৪ পরগনার ঘোলা অঞ্চল থেকে ২জনকে গ্রেপ্তার করে। কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ৭দিনের পুলিশ হেফাজতের আদেশ দেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ২০২১ সালে কাকদ্বীপ থানার গোবিন্দরামপুরের বাসিন্দা কার্তিক মান্নার কাছে জিও মোবাইল টাওয়ার বসানোর জন্য যোগাযোগ করা হয়। এও বলা হয় ২৫ লক্ষ টাকা নগদ এবং একজনের চাকরি দেওয়া হবে। কার্তিকবাবু এরপর ওই নম্বরে যোগাযোগ করতে থাকেন। গত এক বছর ধরে বিভিন্নভাবে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা কার্তিক বাবুর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হয়। তিন চার মাস পর কার্তিকবাবু ওই নম্বরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে জানতে পারেন তিনি প্রতারিত হয়েছেন। কাকদ্বীপ থানায় গত ২০২২ সালে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পরে কাকদ্বীপ থানার তদন্তকারি অফিসার ২জনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে।

নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণের কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ এপ্রিল ইউনিসেফের উদ্যোগে এবং বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় ও নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির পরিচালনায় সামালি বিবেক নিকেতন প্রাঙ্গণে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণের একটি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৫০ জন যুবক-যুবতী এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্কর, নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ, মানস নস্কর, কুমারেশ দাস, রিমি মজুমদার, তৃপ্তি পাল প্রমুখ।

কর্মসূচিতে কিশোরী-যুবতীরা ইঁট মাথায় তুলে শ্রমদান করে, সাইকেলে পাম্প দিয়ে, ফুটবল ও ক্রিকেট খেলে বুঝিয়ে দেয় তারাও ছেলেদের থেকে কম যায় না। আবার যুবকরা শাড়ি ভাজ করে, ছুঁচে সুতো পরিয়ে এবং আটা মেখে, রুটি বেলে জানিয়ে দেয় মেয়েদের কাজ বলে যা প্রচলিত কাজগুলি তাদেরও জানা।

ডঃ রজত শুভ্র নস্কর বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে এটাই বার্তা দেওয়া হচ্ছে নারী পুরুষ কোনো বৈষম্য নয়। উভয়কেই সকল কাজ করতে হবে সমান ভাবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতার পরিবর্তনও দরকার।

বাওয়ালীতে দাওয়াতে ঈদ মোবারক

যেকোনো মূল্যে সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে : দিলীপ মণ্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ -২ নম্বর ব্লকের বাওয়ালীর আমরা সবাই ক্লাব গত ২২-২৪ এপ্রিল পর্যন্ত দাওয়াতে ঈদ মোবারক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, সকলের অলক্ষ্যে দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র ও অন্ন বিতরণ করা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছিল মনোজ্ঞ রুচিশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পুতুল নাটক নাচমহল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাউল শিল্পী খোকন কর্মকারও সকলকে মাতিয়ে দেন। ঐক্যতান কালচারাল আকাদেমির নৃত্য এবং জি বাংলাখ্যাত শিল্পী অর্ঘ দত্ত, গীতশ্রী চৌধুরী এবং এমডি নাজিবের গান সকলের ভালো লাগে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবহন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত, ডাঃ হারবার পুলিশ জেলার সুপার রাহুল গোস্বামী, অ্যাডিশনাল এসপি (ডিআইবি) জীবন কৃষ্ণ মণ্ডল ডিএসপি (বিষ্ণুপুর) শুভদীপ ঘোষ, নোদাখালী থানার আই সি পার্থ সারথী ঘোষ, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র ও সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জি প্রমুখ। মন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল বলেন, বাওয়ালীর সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক। আমি সরস্বতী পুজো, কালীপুজোয় যেমন আসি ঈদের অনুষ্ঠানেও আসি। প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু ঝরা ধানমার্কা লোক থাকে, তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলেই সম্প্রীতি বজায় থাকবে। যে কোনো মূল্যে আমাদের সম্প্রীতি রক্ষা করতে হবে। আমরা সবাইয়ের সম্পাদক সেখ বাপী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আবহাওয়ার খামখেয়ালীতে লিচুর ফলন ও গুনগত মান কম

বারুইপুরে লিচু চাষিদের মাথায় হাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর মরশুমী ফলের জন্য বিখ্যাত। বিশেষ করে পেয়ারা লিচু আঁশফল বারুইপুরের কাছারি বাজার থেকে পাইকারী দরে বিক্রি হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে খুচরো বিক্রেতারা এখানে ফল কিনতে আসেন। বৈশাখের মাঝামাঝি সময় থেকে বাজারে লিচু চলে আসে। বৃহস্পতিবার বারুইপুর কাছারি বাজারে এক ফল বিক্রেতার কাছে দেখলাম ৫০০ গ্রামের মতো ছোটো লিচু আছে। বিক্রেতা জানালেন ১৮০ টাকা কেজি। এত দাম কেন? উত্তরে বিক্রেতা জানালেন, দাদা এবার ফলন একদম কম। তাছাড়া গুনগত মানও ভালো নয়। একটা খেয়ে দেখলাম- অত্যন্ত টক। ঐ বিক্রেতার কাছে খোঁজ খবর নিয়ে চললাম গোলামবাড়ি এলাকায়। ওখানে প্রচুর লিচু বাগান আছে। আলাপ হল লিচু চাষি নূর মহম্মদ সানহার সঙ্গে। চাকারবেড়িয়া গ্রামে তাঁর লিচু বাগান আছে। প্রচুর লিচু গাছ। কিন্তু চোখে পড়ল ছোটো ছোটো কিছু লিচু। ফলন কম হওয়ার কারণ কি? উত্তরে ঐ চাষি জানালেন, দেখুন আশ্বিন মাস থেকে সেভাবে বৃষ্টি নেই। তার ওপর শীতের শেষে যখন মুকুল এল তখন প্রচুর কুয়াশা পড়েছিল যার ফলে মুকুল ঝরে যায়। প্রতি বছর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে লিচু গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে উঁচু করে জল দেওয়া হয়। জৈব সারও প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু এবার চাষ না হওয়ায় আমরা হতাশ। বছরে একবারই লিচু ও আঁশফল ফলে। তাই এবছর আমরা ক্ষতির মুখে পড়েছি। আর এক চাষি প্রভাত চন্দ্র দাস জানালেন, পেয়ারার ফলন সারা বছর ভালো হয়েছে। তবে লিচুতে আমরা এবার ক্ষতির মুখে পড়েছি। বারুইপুরের রামনগর, শিখরবালি, লাঙ্গলবেড়িয়া, কল্যাণপুর এলাকায় প্রায় ২ লক্ষ চাষি পেয়ারা, লিচুর ফলন করে জীবিকা নির্বাহ করে। যদিও এইসব ফল বিপণনের জন্য আলাদা করে কোনো বিপণন কেন্দ্র এখনও গড়ে ওঠেনি বলে জানালেন নূরমহম্মদ সানহা। তিনি আরো বলেন, প্রকৃত যারা কৃষক তারা কৃষি ভাতা পাননা, যারা জ

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা, ২৯ এপ্রিল – ৫ মে, ২০২৩

বাংলার ভাবমূর্তি

কেউ কী কথা রাখে না! বিশেষ করে রাজনীতিকরা? এমন প্রশ্নই আবহমান কাল থেকে চলে আসছে এক অমোঘ প্রবাদ বাক্যে 'যেই যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'। বিশ্বাহীনতার এমন কথাই এক সময় এ রাজ্যের বিভিন্ন নাট্য মঞ্চে বামপন্থী নাট্যকর্মীদের কণ্ঠে প্রচারিত হত একটু অন্যরকমভাবে 'প্রতিশ্রুতি মানে কথা দেওয়া কথা রাখা নয়'। উদ্দেশ্য ছিল, কটাক্ষ ছিল কংগ্রেস আমলের নানা দুর্নীতি শোষণ ইত্যাদির প্রতি।

সময়ের চাকা বদলে গেছে। বুদ্ধিজীবীরা আজ আর প্রতিবাদী চরিত্র বজায় রাখতে পারছেন না। পার্থিব চাওয়া–পাওয়া রসায়নের আবর্তে হারিয়ে গেছে ন্যায়নীতি বলিষ্ঠ ভাবনা চিন্তা।

অবক্ষয় শব্দটি হয়ত বহু ব্যবহারে ধার ভার হারিয়েছে কিন্তু হারায়নি চিরন্তন মূল্য। বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টির ধারণ বাহক কম ছিলেন না, অভাব হয়নি প্রতিভারও। অথচ দিনের পর দিন বাংলার রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুর বহমানতা ক্রমবর্ধমান। বাংলা ভাষাকে দৈনন্দিন জীবন চর্চা থেকে হারিয়ে দিয়ে বঙ্গভাষাকে ইতিহাস ও দিবসে সীমাবদ্ধ করার পাশাপাশি বাংলার মূল্যবোধকে টেনে নীচে নামিয়ে আনার খেলা অব্যাহত। রাজনৈতিক পরিবর্তনে অনেক প্রতিশ্রুতি, অনেক স্বপ্ন দেখানো হয়ে থাকে নির্বাচনের আগে। শেষে শুরু হয় স্বপ্নভঙ্গের বাস্তবতা। একদা 'সোনার বাংলা' স্বার্থ আর রাজনীতির নির্মম যুগলবন্দীতে খণ্ডিত হয়েছে, হিংসায় দীর্ণ হয়েছে বারংবার। এবার দুর্নীতি, স্বজনপোষণ বঞ্চনার মাপকাঠিতে ভারতের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারের দাবিদার হয়েছে বিদ্যাসাগর, রবিঠাকুর, বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের বাংলার পশ্চিম অংশ। শ্যামাপ্রসাদের ছিনিয়ে আনা পশ্চিমবঙ্গ ভারতের রাজনৈতিক চর্চায় খুব একটা সুস্থির জায়গায় নেই। একের পর এক পর্দাফাঁস হচ্ছে দুর্নীতির। যোগ্য চাকরী প্রার্থীরা প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে রাজপথে নীরবে হামাগুড়ি দিচ্ছে, অনশন, অবস্থান দিনের পর দিন অব্যাহত। নারী নির্যাতন, নানা সামাজিক অপরাধ পরিসংখ্যানকে দীর্ঘায়িত করছে। অপরাধীদের যতক্ষণ পর্যন্ত না কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা চিহ্নিত করছে তার আগে পর্যন্ত রাজনৈতিক ছত্র ছায়াতে তারা পল্লবিত হয়ে উঠবে। বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ কবে সরে যাবে তা আগামীদিন বলবে কিন্তু প্রতিবাদ, প্রতিরোধের রাজনীতি সারা দেশের সামনে এমনকী প্রতিবেশী দেশের কাছেও পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে অন্তত খারাপ ভাবমূর্তির জন্ম দিচ্ছে যা দূর করতে আরো কত দশক প্রয়োজন সেটাই দেখবার।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ'

পুরুষরূপী মন যে কর্ম করে, পুরুষের স্বরূপভূত বিধি অনুসারে তার উপযুক্ত ফল সে ভোগ করে। হে রাম! বাসনা, চিত্ত, মন, কর্ম, দৈব এইগুলি সব ঐ পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞামাত্র। পুরুষের ভাবনা যখন সযত্নে দৃঢ় হয়, তখন তা ফলদায়ী হতে বাধ্য। এই রূপ পুরুষকারেই অভীষ্ট সাধন হয়ে থাকে। এই যে পুরুষকার, তা তোমায় শুভফল দান করুন।

রাম বললেন, প্রাক্তন বাসনাগুলি আমায় যেভাবে পরিচালিত কছে, আমি সেই ভাবেই বিবশ হয়ে চালিত হচ্ছি, এই ক্ষেত্রে আমার কি করা উচিৎ? বশিষ্ট বললেন– হে রামঃ প্রাক্তন বাসনায় বশীভূত ব্যক্তির পক্ষে প্ররবল ঐহিক বা বর্তমান শুদ্ধ বাসনা, যা পুরুষকার নামে কথিত, তার দ্বারা শ্রেয়ঃ লাভ করা উচিৎ। প্রাক্তন বাসনা শুভ ও অশুভ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কর্মে ব্যক্ত হয়ে সেই অনুযায়ী ফলাফল উৎপাদন করে। এখন তুমি যদি ঐহিক অর্থাৎ বর্চমান পুরুষকার দ্বারা প্রাক্তন অশুভ বাসনাকে পরাভূত করতে পার, তবেই তুমি আত্মজ্ঞান পথে অগ্রসর হতে পারবে। তুমি চিন্মাত্রস্বরূপ পুরুষ। তোমায় এমন কোন চেতনা চেতিত করে না, যা তোমার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা যদি করত তবে প্রশ্ন হতে পারে, অপর সেই চেতনাকে কে চেতিত করে? এতে অনবস্থা দোষ উদিত হয় যা সিদ্ধিপ্রদ নয়। তোমার বাসনা নদী শুভ এবং অশুভ উভয় খাতে প্রবাহিত, হে বীর! প্রবল পুরুষকার দিয়ে তোমাকে সেই নদীকে শুধুমাত্র শুভ খাতে বইয়ে দিতে হবে। জীবের মন সদাচঞ্চল শিশুর মত। নিয়ত দৃঢ়তার সাছে মনকে রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। তাতে অন্তঃকরণ সমতায় স্থির হবে। পরে ধীরে ধীরে আত্মস্বরূপে চিত্তকে নিরুদ্ধ করবে। এইভাবে পরমার্থ লাভ করে তুমি স্বরূপে সংস্থিত হও।

ব্রহ্ম সর্বত্র সমভাবে বিরাজিত। তাঁর সাথে সম্বন্ধ আছে, তাই এই মিথ্যা এবং মায়াময় জগতের সত্তা সত্যরূপে অনুভূত হয়। ভবিষ্যৎ কালের সাথে সম্বন্ধের দরুণ সেই সত্তা আবার 'নিতি' নামে পরিচিত হয়। কার্য্যর কার্য্যত্ব এবং কারণের কারণত্ব সেই সত্বা হতে পৃথক নয়। যেহেতু ব্রহ্মসত্তা সর্বত্র সমভাবে বিরাজ করেন, তাহলে নিয়তিও ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নিশ্চয় নয়। অতএব কোন প্রতিকূলতার আশঙ্কা অনর্থক। সুতরাং পুরুষকার অবলম্বন করে চিত্তকে একাগ্র করে মঙ্গল সাধন করাই উচিত। মনের হঠকারিতায় ইন্দ্রিয়সমূহ মোক্ষের প্রতিবন্ধক যেন না হয় তার প্রচেষ্টা কর, পুরুষকার দিয়ে মনে সমত্ব স্থাপন কর।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

গণভোটে ব্রিটেনের জনগণের রায়। ব্রিটেনের ৫০ পাউন্ড নোটে থাকবে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের ছবি। তাঁর আবিষ্কৃত বেতার তরঙ্গের ফলশ্রুতি আজকের ওয়াই-ফাই। ভাবতে অবাক্ লাগে ভারতে এই মহান বিজ্ঞানীকে নিয়ে মাতামাতি নেই, অথচ সুদূর ব্রিটেনে পেয়েছেন সম্মান। ভারতীয় হিসাবে গর্বের সাথে শেয়ার করুন।

বাঙালির উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত

নির্মল গোস্বামী

পর্ব – ১

বর্তমানে বাংলায় এতো নিম্নস্তরের রাজনীতি ও উচ্চস্তরের দুর্নীতির সহাবস্থান চলছে এবং তা দেখে সহে যাওয়া গড় বাঙালি যে ভাবে অভিব্যক্তিহীন গতানুগতিকতায় জীবনের তরি ভাসিয়ে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করছে তাতে করে একটাই ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। সেটা হল 'বাঙালি জাতি মরিবে'। সারা আর্যাবর্তে বাঙালি জাতির মান ছিল, সম্মান ছিল, শিক্ষা ছিল, সংস্কৃতি ছিল। ক্রমে তা কেমন করে ধীরে ধীরে বিলীন হতে শুরু করল এই নিবন্ধে সেই খণ্ডচিত্র তুলে ধরবার প্রয়াস করেছি মাত্র।

এক্ষেত্রে একটা সুন্দর উদাহরণের কথা স্মরণে এলো। সেটা হল বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের সন্ন্যাসী আনন্দকে তিন দেশ জননীর মূর্তি দেখিয়ে ছিলেন। এক 'মা যা ছিলেন', দুই মা যা হয়েছেন' আর তিন 'মা যা হইবেন' বাঙালি জাতির নেত্রেও এই উপমাটা বড় মানান সই মনে হয়। এখানে বাঙালি জাতি কেমন ছিল তা একটু ঝালিয়ে নেবার প্রয়োজন আছে। একটা কথা বলে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছি যে আমি কিন্তু বাঙালির ইতিহাস লিখতে অপারগ। সে বিদ্যে বুদ্ধি থেকে আমি ঈশ্বর কর্তৃক বঞ্চিত। তাই এই লেখার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য কেউ খুঁজলে ব্যর্থ হবেন। আমি এই নিবন্ধে বার বার বাঙালি জাতি কেমন ভাবে ঠকেছে, অর্থাৎ বাঙালির বিশ্বাস ভঙ্গ হয়েছে নানান ঘটনার মাধ্যমে সেই দিকে একটু দৃষ্টিপাত করব।

ঐতিহাসিকের মতে বাঙালি জাতির ইতিহাস লিখতে হলে চর্যাপদের কাল থেকে শুরু করতে হবে। গুপ্ত এবং পাল রাজাদের শাসনে বাঙালিরা বোধ করি ভাল ছিল। কারণ তেমন সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র ঐতিহাসিকরা তুলে ধরেনি। পাল বা গুপ্তযুগে গড়ে ওঠা বাংলার বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখে সে যুগের অনেক কিছু সম্পর্কে অনুমান করা যায়। বাংলার শিক্ষা–সংস্কৃতি শিল্পের একটা জলছবি আমরা পেতে পারি। এলেন শশাঙ্ক। রাজধর্ম পরিবর্তনের সময়সন্ধিতে কিছু সামাজিক গোলযোগ হলেও হয়ে থাকতে পারে। শশাঙ্ককে বাঙালি আপন করে নিয়ে বীরের আসনে ঠাঁই দিয়েছে। ফলে বাঙালি সুখী ছিল। বল্লাল সেন সেই বাঙালির পূর্বতন সমাজ বিন্যাসকে ভেঙে নতুন কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করলেন। জাতি ভেদের বিষবৃক্ষ রোপন করে গেলেন। আর ভীরু কাপুরুষ লক্ষ্মণ সেন বাঙালির সঙ্গে তঞ্চকতা করলেন। যুদ্ধ না করে ভয়ে গৌড় ছেড়ে পালিয়ে গেলেন জীবন বাঁচাতে। এরপর প্রায় ৫০০ বছর বাঙালির সমাজ মুসলিম শাসকদের হাতে সমর্পিত ছিল। বিধর্মীদের শাসন বলেই যে সব সময় মন্দ হবে এমন একপেশে মন্তব্য করা মুর্খামি। বাংলায় ইসলামিক যুগেও শিল্প–সংস্কৃতি, কাব্য–সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের স্থিরতা না থাকলে উচ্চমানের শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। ইসলাম শাসনের মধ্যবর্তী সময়ে আমরা পেয়েছি চৈতন্য দেবকে। এবং তাঁকে কেন্দ্র করে সংগীত, সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল আকাশ ছোঁয়া। চৈতন্য এবং নিত্যানন্দের হাত ধরে বাঙালির সাময়িক নবজাগরণ ঘটেছিল। সমাজ সংস্কার তার মূল মন্ত্র ছিল। এ থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে তৎকালীন বঙ্গ সমাজে বাঙালি ঐ সময় খুব ভাল ছিল না। ভাল থাকার পথ দেখালেন নদের নিমাই আর একচক্রার নিতাই। কৃষ্ণ তথা গৌর প্রেমের বন্যায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল সমাজের মলিনতা আবিলতা। ইতিমধ্যে গৌড় থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তররিত হয়েছে সুবে বাংলার রাজধানী। বাংলা বিহার উড়িষ্যার অখণ্ড শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্র ভূমি ছিল মুর্শিদাবাদ। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র গড়ে ওঠে রাজধানীকে কেন্দ্র করে। সেই অর্থে অবিভক্ত বাংলা সুবে অন্য দুটি সুবের থেকে বোধহয় একটু ভাল ছিল। বাঙালির ঘরে ঘরে ধানের গোলা ছিল। পুকুরে মাছ ছিল। গোয়ালে গরু ছিল। গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপ বা দুর্গা মণ্ডপে হরি সংকীর্তনের আসর বসত। ছোট খাটো গোলযোগ বা পারিবারিক সমস্যার সমাধান হতো ওই চণ্ডীমণ্ডপে। নবাব বাদশার আনাগোনা বা তখতের হাত বদল নিয়ে বাঙালির মাথা ব্যথা ছিল না। শাস্ত্রের নামে ব্রাহ্মণের নির্দেশেই চলত সাধারণ জীবন। সেই জীবন স্রোতে তেমন বড় বড় ঢেউ ওঠা নামা করত না। তবে মাঝে মাঝে বর্গীর আক্রমণ হলে বাঙালি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত। নিস্তরঙ্গ স্রোতে ঢেউ উঠত। তবে নবাব আলিবর্দী খাঁ ভাস্কর পণ্ডিতকে পরাজিত করার পর সে ভয়ও কেটে গেল। সিরাজের অল্পকাল রাজত্বে নাকি বাঙালির শান্তিতে শয়ানের বিঘ্ন ঘটেছিল। পথে ঘাটে বাংলা মেয়ে বউরা নাকি নিরাপদ ছিল না। উঠতি বয়সের নবাবের লাম্পট্যই তার জন্য দায়ী। যাই হোক কিছু উচ্চ পদস্থ বাঙালি যারা সমাজজীবনকে প্রভাবিত করে সেই রকম রাজা জমিদারদের চক্রান্তে সিরাজ গদীচ্যুত হল। ঐতিহাসিক যুদ্ধ হল কিন্তু আম বাঙালির জীবন জীবিকায় তার কোন ছাপ পড়ল না। কারণ আম বাঙালির সমাজ জীবনে তখনও রাজনীতি ঢোকার পথ পায় নি। কিন্তু বাংলার দেওয়ান রেজা খাঁর চক্রান্তে কিংবা ভুল সিদ্ধান্তেই হোক বাংলার বুকে নেমে এলো দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস। যা ইতিহাসে ৭৬এর মন্বন্তর নামে খ্যাত। লক্ষ লক্ষ বাঙালির অনাহারে অর্ধাহারে মৃত্যু হল। বাঙালির সমাজ জীবন তছনছ হয়ে গেল। দীর্ঘকাল বাদে সময়ের হাত ধরে আবার বাঙালি উঠে দাঁড়াল। ততদিনে বাংলার মসনদে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থায়ী ভাবে জেঁকে বসেছে। কলকাতা তাদের রাজধানী হয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মানুষ কলকাতামুখী হল অর্থের সন্ধানে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়। রাজা মহারাজা জমিদার নবাব বাদশারা কলকাতায় তাদের একটি করে প্রসাদ তৈরি করলেন। ফলে এঁদো গলির কলকাতা ধীরে ধীরে প্রাসাদ নগরীতে পরিণত হল। ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এপি সেন্টারে পরিণত হতে লাগল কলকাতা। ইতিমধ্যে বাংলায় ঘটে গেল আর এক যুদ্ধের অধ্যায়। সিপাহি বিদ্রোহের উৎস স্থল হল ব্যারাকপুর। অবশ্য এই সৈন্য সৈন্যের লড়াইয়ে ছাপ তেমন ভাবে বাংলার সমাজ জীবনে পড়ল না। লড়াইটা হল ক্ষমতা হারানো রাজরাজাদের সঙ্গে ইংরেজদের। সৈনিক ছাড়া সাধারণ বাঙালি এই যুদ্ধ নিয়ে উদাসীন ছিল। বাঙালির সমাজ সংসারে সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাব তেমনভাবে পড়েনি। পড়লে বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমের লেখায় তার ছাপ থাকত। তখন বাঙালি জাতি যুদ্ধ বিদ্রোহ নিয়ে মাথা ঘামাত না। কারণ তাতে আম বাঙালির স্বার্থ জড়িত ছিল না। মুসলমান নবাবরা ক্ষমতায় থাকলে সেই খাজনা তো দিতেই হতো। ইংরেজরাজত্বেও সেই একই খাজনা দিতে হবে। বাঙালি গ্রাম বাংলায় নিজস্ব লোকশিল্প নিয়ে বার–ব্রত তেরো পার্বন নিয়ে, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, রামপ্রসাদ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বড়ু চণ্ডীদাস, কবির লড়াই, খেমটানাচ নিয়ে আবাদে বিবাদে সুবাদে বেঁচে রইল। নীলকরদের অত্যাচার গ্রাম বালায় জনজীবনে সাময়িক প্রভাব ফেলেছিল। প্রতিবাদ–বিদ্রোহে বাঙালি অংশ নিতে বাধ্য হয়েছিল। চুয়ার বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, তিতুমীরের লড়াই–বাংলায় স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা আন্দোলনের দীর্ঘ মেয়াদী কোন ছাপ ছিল না। না তত্ত্বগত না সংগঠনগতভাবে। এরপর কোম্পানির হাত থেকে ইংল্যান্ডের রানীর হাতে বাঙালি তথা ভারতের ভাগ্য ভার অর্পিত হল।

(চলবে)

নব জোয়ারে নতুন ভোরের সন্ধান

রাজনীতির পটে

শক্তি ধর

এর আগেও একবার জোয়ার এসেছিল তৃণমূল কংগ্রেসে। গ্রাম শহরে গরিবের পর্ণ কুটির থেকে ধনীর অট্টালিকা, মাঠ–ঘাট থেকে পথে–প্রান্তরে সে জোয়ার এনেছিলেন রাজ্যের আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী স্বয়ং। সেদিনের জোয়ারে এসেছিলেন বুদ্ধিজীবী, শিল্পী কলাকুশলী থেকে শুরু করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত বঙ্গবাসী। বামেদের তৎকালীন অপশাসনের অবসান ঘটাতে সমর্থন জুগিয়েছিল অন্যান্য দল ও রাজ্য। এক কথায় সে জোয়ার ছিল সর্বব্যাপী। যাকে প্রকৃত অর্থে জনজোয়ার বলে আখ্যা দেওয়া যায়। এখন নবজোয়ার নামে আর এক জোয়ার শুরু হয়েছে তৃণমূলে। শুরু করেছেন দলের বর্তমান সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। এ জোয়ার কর্পোরেট স্টাইলে হলেও তিন চারদিন পরেও সমাজের সব শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে টানতে পারছে বলে মনে হচ্ছে না। আপামর গ্রাম বাংলার জন্য প্রচার হলেও এ জোয়ার সীমাবদ্ধ থেকে যাচ্ছে দলীয় গন্ডির মধ্যে। ফলে কোন্দল, মনোমালিন্য এড়ানো যাচ্ছে না। তার উপর সমর্থন তো দূরে থাক, বিরোধিতা চলছে সমান তালে।

এই দুই জোয়ারের মাঝে আরও অনেক চোরা জোয়ার কিন্তু ঢুকেছে শাসক দলের দুর্বল ফাঁকফোকর দিয়ে। থানায় গিয়ে অপরাধীকে ছাড়িয়ে আনা, পুলিশকে হুমকি, মারধর, দলীয় কর্মীদের অপরাধকে লঘু করে ঢাকা দেওয়া, বিরোধীদের আক্রমণ, নির্বাচনে জোরজুলুম, পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের মতো চোরা জোয়ার কেউ খাল কেটে ঢুকিয়েছিল না অজান্তে ঢুকেছে তা নিয়ে গবেষণা চলতেই পারে। কিন্তু এসব জোয়ারে যে কিছু কুমির, হাঙ্গর ঢুকেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এটা অনেকটা সুন্দরবন অঞ্চলে নোনা নদীর ধারে গড়ে তোলা মাছের ভেরির মতো। যে বাঁধ দিয়ে ভেরি ঘেরা হয় সেই বাঁধেই খাল কেটে ভেরিতে ঢোকানো হয় নদীর জল। সেই জোয়ারে যেমন ভেটকি, পার্শে, চিংড়ির মীন ঢোকে তেমনি অসাবধান হলে বা ছাঁকনি ঠিক না থাকলে অনেকসময় ঢুকে যায় কুমির হাঙ্গরের বাচ্চাও। এসব একবার ঢুকলে সর্বনাশের শেষ থাকে না। বাঁধ কেটে পুরো ভেরি পরিষ্কার না করলে মুক্তি নেই। এই কারণে অনেক ভেরি মালিককে সর্বশান্ত হতে হয়েছে।

অর্থাৎ যিনি খাল কেটে অনেক কষ্ট করে জোয়ার বা নবজোয়ার যাই আনুন না কেন ভেরি কিন্তু পরিষ্কার হওয়া চাই। একটাও কুমির হাঙ্গরের বাচ্চা থাকলে সব লাভের গুড় পিঁপড়ে খেয়ে যাবে। মানে লাভের লাভ কিছুই হবে না।

তবে শাসক দলের এই নব জোয়ার কর্মসূচি কিন্তু দুমাসের মধ্যে অনেক কিছু পরিষ্কার করে দিতে পারে। প্রথমত এখানে ভালো খারাপের একটা বিভাজন তৈরি হতে পারে যা ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে গ্রাম্য জীবনে। আবার এর ফলে একটা স্বচ্ছ নতুন তৃণমূল গঠনের সম্ভাবনাও প্রবল। দ্বিতীয়ত তৃণমূল দলের পরবর্তী প্রজন্মের পরিচালক কতটা স্বাবলম্বী সেটারও একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে এই কর্মসূচিতে। বিরোধীরা যতই চিৎকার করুক না কেন এই নবজোয়ার কর্মসূচি কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের নিচু তোলার কর্মীদের উজ্জীবিত করবে সন্দেহ নেই। কর্মসূচি নিয়ে একটা যৌথ উদ্যোগ তৈরি হলে তা নিশ্চই ডিভিডেন্ড দেবে দলকে। এখন দেখার এই কর্মসূচি দুর্নীতি, গোষ্ঠীদ্বন্দে বিদ্ধ দলকে কতটা চাঙ্গা করে তুলতে পারে।

দলের নব প্রজন্ম হিসাবে এই অভিযান কর্মসূচি যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সফল করতে পারেন তাহলে নতুন তৃণমূলের যে ডাক দেওয়া হয়েছিল তা কিন্তু অনেকটাই এগিয়ে যাবে। তৃণমূল গঠনের প্রথম দিন থেকে যদি আজকের পথে হাঁটা যায় তাহলে দেখা যাবে অতীতের বহু ডাকসাইটে নেতা আজ আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশপাশ আলো করে দাঁড়ানো নেই। এঁদের মধ্যে অনেকেই চলে গিয়েছেন, সরে গিয়েছেন বা বসে গিয়েছেন। এখন দলের মুখপাত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠনের পরিচালকদের মধ্যে নতুন প্রজন্মের আধিপত্য। সামনে থেকে নতুন পুরনোর একটা বিভাজন দেখতে পেলেও আসলে কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমোই এই নতুন প্রজন্মের দিশারী। তিনিও চান তাঁর অবর্তমানে যেন দলটি মরে না যায়। দলের বয়স্ক নেতা নেত্রীরা যেভাবে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন তাতে তাঁর সংকট আরও বেড়েছে। যদিও দেখা যাচ্ছে দুর্নীতির জালে জড়িয়ে যাচ্ছেন নতুন প্রজন্ম। তবে এই দুইয়ের ঐক্যবদ্ধ ছবি আদৌ দেখতে পাওয়া যাবে কিনা সেটাই বড়ো প্রশ্ন। তবে এই অভিযান নিয়ে ধন্দে রয়েছেন নিচু তলার তৃণমূল কর্মীরা। বিজেপির রথযাত্রার মতো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোক লস্কর নিয়ে কর্পোরেট স্টাইলে একেবারে গ্রাম–গ্রামান্তরে নেমে এলেন কেন তা বুঝতে হিমশিম খাচ্ছেন কর্মীরা। পুরনোদের আশঙ্কা এইভাবে ভালো খারাপ বেছে নেওয়ার মধ্যে একটা নতুন রাজনীতি জন্ম হবে।

দেশ দেশান্তরে

প্রশ্নের মুখে চিনা বিনিয়োগ

বেইজিং পাকিস্তানকে সতর্ক করেছে যে সিপিইসি প্রকল্পে কাজ করা চিনা নাগরিকদের উপর ভবিষ্যতে সন্ত্রাসী হামলা হলে বন্ধুত্বের উপর তা বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

৫২টি চিন–পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর (সিপিইসি) প্রকল্পে ৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করার পর, বেইজিং এই মাসে পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে কঠোর আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সতর্ক করেছে যে ইসলামাবাদ যদি সন্ত্রাস সামলাতে না পারে সম্পর্কের উপর গুরুতর প্রভাব পড়বে। চিনা নাগরিকদের উপর হামলা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান। এই বার্তাটি এই মাসের শুরুর দিকে বেইজিংয়ে পাক আইএসআই প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল নাদিম আঞ্জুমের কাছে পৌঁছে দেওয়া হলে পাকিস্তান সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনিরের চলতি চিন সফরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

পাকিস্তানে নিরাপত্তা পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা মাথা চাড়া দেয়। এমনকী চিনা নাগরিকদের এবং সিপিইসি প্রকল্পের উপর নিয়মিত সন্ত্রাসী হামলা

হয়েছে বিশেষ করে অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট–বালটিস্তানের পাশাপাশি বালুচিস্তানে। চিন সিপিইসিতে বিপুল পরিমাণ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা এবং চলমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সময় ইসলামাবাদের হাত ধরে থাকা সত্ত্বেও, প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সহ চিনা নেতৃত্বের মধ্যে একটি ক্রমবর্ধমান আশঙ্কা রয়েছে যে বারবার নিরাপত্তা পরিবর্তন হলে সিপিইসি প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হবে। এটা শুধু গ্লোবাল বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভস (বিআরআই) এর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে তা নয়, বেজিং নেতৃত্বকে অকর্মণ্য প্রমাণ করবে। এমনকী সিপিইসি প্রকল্পগুলির নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠে যাবে যা রাষ্ট্র–চালিত চিনা সংস্থাগুলির বিশাল তহবিল বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়াবে। চিনের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শেষ অবলম্বন হিসেবে বালুচিস্তান এবং গিলগিট–বালটিস্তানে পিএলএ কন্টিনজেন্ট মোতায়েন করার কঠিন বিকল্প নিয়ে চিন্তাভাবনা করায় চিনা নেতৃত্বের কাছে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

এটা বোঝা যায় যে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফের নেতৃত্বে বিশৃঙ্খল পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব চিনা নিরাপত্তা উদ্বেগগুলিকে মিটমাট করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে এবং চিনা নাগরিকদের এবং সিপিইসি প্রকল্পগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য একাধিক উচ্চ–পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে। এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে পাকিস্তান চিনের উদ্বেগ প্রশমিত করার জন্য ইউএনএসসির ১২৬৭ নিষেধাজ্ঞা তালিকায় চরমপন্থী বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মিকে (বিএলএ) তালিকাভুক্ত করার চেষ্টা করতে পারে কারণ এই সন্ত্রাসী সংগঠনটি সিপিইসি প্রকল্পে কাজ করা চিনা নাগরিকদের উপর হামলা চালাতে পারে।

সিপিইসি চ্যালেঞ্জগুলি কেবল পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি থেকে নয়, বিশেষ করে গিলগিট–বালটিস্তান এবং বালুচিস্তান অঞ্চলে চিন বিরোধী মনোভাবের অভূতপূর্ব বৃদ্ধির কারণেও উদ্ভূত হয়েছে। আফগানিস্তানে বিরাজমান অনিশ্চয়তা এবং তেহরিক–ই–তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) এর ২০২২ সালের নভেম্বরে রাওয়ালপিন্ডির সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার কারণে সন্ত্রাসীরা কেবল চিনা নাগরিকদের আক্রমণ করেনি বরং দায়মুক্তির সঙ্গে উচ্চ মূল্যের সিপিইসি প্রকল্পগুলিকেও আক্রমণ করেছে। ফলাফল হল যে বেশিরভাগ সিপিইসি প্রকল্পগুলি বিলম্বিত হয়েছে কারণ চিনা নাগরিকরা এই অঞ্চলে সক্রিয় বিএলএ, ইসলামিক স্টেট এবং তালেবানের মতো চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এই প্রকল্পগুলিতে কাজ করতে অনিচ্ছুক এবং এটি স্থানীয়দের মধ্যে একটি সার্বভৌমত্বের ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

চিনা নাগরিকদের উপর এবং সিপিইসি প্রকল্পগুলির উপর এই আক্রমণগুলির বেশিরভাগই বালুচিস্তানে সংঘটিত হয়, যেখানে বেইজিং গোয়াদর বন্দরের চারপাশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে মনোযোগ দিয়ে প্রচুর বিনিয়োগ করেছে। অত্যন্ত অবহেলিত বালুচিস্তান প্রদেশটি শুধুমাত্র বিভিন্ন বালুচিস্তান চরমপন্থী গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উত্তপ্ত শয্যা নয়, তবে এই অঞ্চলটি প্রদেশে চিনা সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে তীব্র বিরক্তি পোষণ করে কারণ বেইজিংকে পাঞ্জাবি পাকিস্তানের সমর্থনে পরাধীনতার প্রতীক হিসাবে দেখা হয়। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গোয়াদরে হক দো তেহরিক বিক্ষোভ, যেখানে হাজার হাজার নারী ও শিশু অংশ নিয়েছিল, তা ছিল বেলুচিস্তানের জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের বিস্ফোরণ যা সিপিইসি প্রকল্পের নামে চিনা ও পাকিস্তানের শোষণ হিসাবে দেখা হয়েছিল।

নিরাপত্তা পরিবর্তন, সন্ত্রাসী হামলা এবং ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ গ্লোবাল এবং চিনা বিনিয়োগকারীরা গোয়াদরের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সহ পাকিস্তানে সিপিইসি প্রকল্পে অর্থায়নের বাইরে থাকার দিকে পরিচালিত করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ মিত্রসহ অনেক বিদেশি দেশ নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি এবং প্রকল্প ও তাদের বিকাশকারীদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কারণে সিপিইসি প্রকল্পে বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকার

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে উপস্থিত সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা। আগামী ২২ এপ্রিল সাগরের রুদ্রনগরে মা ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল মহতী সেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, জিবিডিএর ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ কুমার পাত্র(জিকো), মা ফাউন্ডেশন এর কর্ণধার অতনু বাবু এবং মহান দাতাগণ।

সাগরে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : চারদিন নিখোঁজ থাকার পর জঙ্গল থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। রবিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার বেনুবন জেটিঘাটের কাছে থাকা একটি জঙ্গল থেকে বছর চল্লিশের বলাই মাইতি নামের ওই ব্যক্তিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় স্থানীয় এক মৎস্যজীবী। এরপরই ওই মৎস্যজীবী সহ স্থানীয় মানুষজন গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানায় খবর দেয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে বলাইয়ের দেহ উদ্ধার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বলাই মাইতি গঙ্গাসাগরের পুরুষোত্তমপুরের বাসিন্দা। গত চার দিন নিখোঁজ ছিলেন তিনি। বলাই মাইতির পরিবার সূত্রে জানা যায়, চারদিন আগে বলাই তার স্ত্রীর সঙ্গে পারিবারিক সমস্যা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি করার পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। অবশেষে রবিবার জঙ্গল থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। মৃত বলাই মাইতি পেশায় ট্রলারের কর্মী ছিলেন।

দীর্ঘ প্রচেষ্টা অবশেষে মিলল হাবড়া প্রেস ক্লাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার সাংবাদিকদের একটি সাংগঠনিক ভবন তথা অবসর স্থল বা আড্ডাখানা হিসেবে বাম আমলে গড়ে ওঠে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা প্রেস ভবন তথা জেলা প্রেস ক্লাব। রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার আসার পর কোন অজানা কারণে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। সেসময় উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়ায় স্থানীয় সাংবাদিকদের উদ্যোগে 'হাবড়া প্রেস ক্লাব' নামে একটি অবসরস্থল বা আড্ডাখানা তৈরি হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তা মান্যতা পাচ্ছিল না। অথচ যেখানে বর্তমান শাসকদল পরিচালিত সরকারের আমলে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সহযোগিতায় ও সাংবাদিক বন্ধুদের নিজস্বতায় মহকুমা ভিত্তিক প্রেস ক্লাব গড়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে হাবড়া প্রেস ক্লাব বারবার বিতাড়িত হচ্ছিল। অবশেষে তাদের সেই দীর্ঘ লড়াই, অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় সাফল্য আসে। হাবড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের উদ্যোগে ও হাবড়া পুরসভার পুরপ্রধান নারায়ণ সাহার প্রচেষ্টায় হাবড়া থানা সংলগ্ন জায়গায় গড়ে ওঠে হাবড়া প্রেস ক্লাব। রবিবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন প্রেস ক্লাবের দ্বারোদ্ঘাটন করেন হাবড়ার পুরপ্রধান নারায়ণ সাহা। উপস্থিত ছিলেন হাবড়ার উপপুরপ্রধান সিতাংশু দাস ও হাবড়া থানার আই সি অরিন্দম মুখোপাধ্যায় সহ প্রেস ক্লাবের সদস্যগণ।

ভরাট করা হচ্ছে পুকুর, অভিযোগ বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেআইনিভাবে ভরাট করা হচ্ছে পুকুর। চাঁপদানি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি জলাশয় ভরাট হচ্ছে বলে স্থানীয় নাগরিকদের অভিযোগ। ইতিমধ্যেই জলাশয়ের জল তুলে ফেলা হয়েছে। ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে বাঁশ পুঁতে মাটি ও রাবিশ ফেলা হচ্ছে বলে স্থানীয়দের দাবি। এই পরিস্থিতিতে জলাশয়কে পুরানো অবস্থায় ফেরানোর দাবি উঠেছে। ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার স্বয়ং পুরপ্রধান সুরেশ মিশ্র। ওই পুকুরটি প্রায় ২০ কাটা জমির উপর ভদ্রেশ্বর স্টেশন লাগোয়া ডাউন প্ল্যাটফর্মের পাশে। বেশ কিছুদিন ধরেই মাটি ফেলে সেটি ভরাট করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ দিনের আলোয় মাটি ফেলে জলাশয়টি ভরাট করা হয়। এ ব্যাপারে চাঁপদানি পুরসভা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। এজন্য স্থানীয় বাসিন্দারা পুরসভা বা প্রশাসনের একাংশের সঙ্গে ভরাটকারীদের যোগসাজদের অভিযোগ তুলেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পুকুর বোজানো যাবে না। তাহলে কিভাবে চেয়ারম্যানের ওয়ার্ডেই পুকুর বোজানো চলছে। চেয়ারম্যান সুরেশ মিশ্র বলেন জলাশয় ভরাটের কথা তাঁর জানা নেই। ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বেআইনিভাবে জলাশয় ভরাটের বিষয়টি তদন্ত করে দেখে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ সাগর ব্লকের গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বিষ্ণুপুর মৌজায় মৎস্যজীবী দের হাতে মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ডের লোন পরিষেবা প্রদান করা হলো। সাগর বিষ্ণুপুর কৃষি ও মৎস্য সমবায় সমিতি লিমিটেডের উদ্যোগে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো–অপারেটিভ ব্যাংকের সহায়তায় ১৬২ জন মৎস্যজীবীকে ১ লক্ষ টাকা করে মৎস্য লোন দেওয়া হলো। উক্ত অনুষ্ঠানে লোন পরিষেবা তুলে দিলেন সাগর বি ডি ও সাহেব সুদীপ্ত মণ্ডল মহাশয় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান, মৎস্য আধিকারিক হরিদাস ধারা মহাশয়। মস্য লোন প্রদানে সাগর ব্লক, মডেল রূপে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

জেলা পুলিশের উদ্যোগে তীব্র গরমের কথা মাথায় রেখে মহেশতলা ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হল ছাতা, জলের বোতল এবং ওআরএস এর প্যাকেট সহ আরো অন্যান্য সামগ্রী। উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেডকোয়ার্টার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ডিএসপি ট্রাফিক বিমান হালদার, ডিএসপি ইন্ডাস্ট্রিয়াল নিরুপম ঘোষ সহ মহেশতলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শুবিন্দু সরকার সহ মহেশতলা ট্রাফিক ইন্সপেক্টর অশোক ঘোষ এছাড়াও আরো অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

বারাসতের রবীন্দ্রভবনে দুয়ারে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার নবান্ন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজ্য জুড়ে, দুয়ারে সরকার শিবিরের উপভোক্তাদের দাবি মতো বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করলেন। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই মর্মে এদিন বারাসতের রবীন্দ্রভবনে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, অতিরিক্ত জেলা শাসক, বারাসত বিধানসভার বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, মহকুমা শাসক সোমা সাউ, মধ্যমগ্রাম পুরসভার পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় সহ প্রশাসনিক আধিকারিকবৃন্দ। এদিনের এই অনুষ্ঠানে সাংসদ ডা. কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে আদিবাসী নাচে পা মেলাতে দেখা যায়। একই সঙ্গে এদিনের অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করার পাশাপাশি কেন্দ্রিয় সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন তিনি। বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষের ক্ষোভের প্রতিফলনের সম্ভাবনার প্রশ্নে বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচন শেষেই সেটা বোঝা যাবে যে, রাজ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প মুখ এখনও তৈরি হয়নি।'

খুশি ময়দান মার্কেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেই লক ডাউন থেকে একসময়ের জমজমাট ময়দান মার্কেট ধুকছিল খদ্দেরের অভাবে। তার উপর মুম্বাই হাই রোডের ধারে অঙ্কুর হাটিতে যে সব বড় বড় হাট তৈরি হয়েছে তার ধাক্কায় ময়দান মার্কেট প্রায় ধরাশায়ী। বিক্রি বাটা নেমে এসেছিল প্রায় ২৫ শতাংশে। তবে বহুদিন পর মোড় ঘুরিয়েছে ঈদ ও নববর্ষের বাজার। ময়দান মার্কেটের ব্যবসায়ীদের আশা ফের ফিরছে বাজার। পাশাপাশি তাদের আশা জুগিয়েছে ইস্ট–ওয়েস্ট মেট্রো। গঙ্গার তলা দিয়ে ধর্মতলা হয়ে এই মেট্রো পৌঁছবে হাওড়ার ময়দান মার্কেটে। ফলে উত্তর–দক্ষিণ কলকাতার সঙ্গে এবার হয়তো ময়দান মার্কেটের সাফল্য আসবে। এই আশায় ভর করে ব্যবসায়ীরা চাইছেন যত শীঘ্র সম্ভব এই ঐতিহাসিক মেট্রো পরিষেবা শুরু হোক।

শোক সংবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ বৈশাখ ১৪৩০ ইংরাজী ২২ এপ্রিল সদানন্দ আশ্রমে (রাতড়া, বাঁকুড়া) আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী মহানন্দ গিরি মহারাজ ইহ জগতের কর্ম সম্পাদন করে সাধনোচিত ধামে গমন করেছেন। আগামী ১৮ বৈশাখ ১৪৩০ ইংরাজী ২ মে রাতড়া সদানন্দ আশ্রমে পরম পূজ্য গুরুদেবের ভাণ্ডারার আয়োজন করেছে আশ্রম কর্তৃপক্ষ। সকল সাধু, ভক্ত, শিষ্যগণকে ভাণ্ডারায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

পথে সাধু সংগঠনগগুলি

প্রথম পাতার পর

এখনতো পানি, রংধনু, গোসল ইত্যদি শব্দ বাংলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সঠিক জিনিস পৌঁছে দিতে আমাকে যতদূর যেতে হয় যাবো। বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বঙ্গীয় হিন্দু সেনা তৎপর হয়ে উঠেছে। তিনি জানান, বাংলাদেশী জেহাদি সংগঠন তার মাথার দাম ধার্য করেছে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। কিন্তু তাতেও তিনি পিছপা নন। হিন্দুদের যারা ভালো করবে, আমি তাদের পাশে আছি। তিনি আরও বলেন, এখানে কোনও রাজনীতিরত স্থান নেই। যে দলের হোক না কেন সনাতনীরা যখনই বিপদে পড়বে আমি তাদের পাশে আছি এবং আইনি সাহায্য থেকে শুরু করে তাদের লড়াইতে সঙ্গী হবো। তিনি বলেন আমার আদর্শ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষের মতো রাষ্ট্রবাদীরা। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, অম্বিকা মহারাজের এই সংগঠন আগামী দিনে রাজনৈতিক সমীকরণে কোনও প্রভাব ফেলবে কিনা তা সময়ই বলবে।

বারুইপুর জংশনও অবৈধ দোকানে ছয়লাপ

প্রথম পাতার পর

বাৎসরিক চাঁদার বিনিময়ে প্ল্যাটফর্মে ব্যবসা করছেন। বারুইপুর স্টেশনের ম্যানেজারের দপ্তরে গিয়ে দেখা গেল, তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত। তাঁকে বিষয়টি জানালে তিনি বলেন, দেখুন আমি প্রচণ্ড ব্যস্ত, বিস্তারিত কিছু বলতে পারব না, আমার নামও জানাতে পারব না, তবে এইটুখানি বলতে পারি, আমরাও চাইছি প্ল্যাটফর্ম হকার মুক্ত হোক। বারবার স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের সহযোগিতা আমরা চেয়েছি, কিন্তু কোন সহযোগিতা পাইনি। আমরা বিষয়টি রেলের উর্দ্ধতন আধিকারিককে জানিয়েছি।

প্রসঙ্গত দক্ষিণ শাখার বালিগঞ্জ স্টেশনের অবস্থাও আরও খারাপ। সেখানে রীতিমতো শপিং কমপ্লেক্সের মতো মার্কেট হয়েছে। সেই বিষয় নিয়ে আমরা কিছুদিন আগে খবর করেছি। সূত্রের খবর গত ২৭ এপ্রিল ওই স্টেশনে হকার উচ্ছেদ কর্মসূচি নিয়েছিল রেল। কিন্তু ঠিক সময় জিআরপিএফ না আসায় ওই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়। তবে খুব শীঘ্রই নাকি ঐ কর্মসূচি রূপায়িত হবে।

দপ্তরের ভূমিকায় ফুঁসছে

প্রথম পাতার পর

সাধারণ মানুষকে বৈধ উপায়েই তাঁদের জমির চরিত্র বদল করতে গিয়ে এলাকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মধ্যে থাকা দালালচক্রের খপ্পা।ে প।ে মোটা টাকা খরচ করতে হচ্ছে।সর্বত্র মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের পাশাপাশি সরকারি দপ্তরে দালালচক্র অবিলম্বে বন্ধ করতে পুলিশ–প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন সিপিএম নেতৃত্ব।অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।এদিকে, ছাপোষা সাধারণ মানুষের একাংশ অবশ্য মাটি–বালি মাফিয়াদের ক্রমবর্ধমান দৌরাত্ম্য এবং সরকারি দপ্তরে দালালচক্রের বা।বা।ন্তের জন্য পুলিশ–প্রশাসনের পাশাপাশি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের জনপ্রতিনিধি সহ নেতৃত্বের মদতকেই দায়ী করেছে।এধরনের প্রশাসনিক উদাসীনতায় স্বাভাবিকভাবেই ফুঁসছেন রাজ্যবাসী এবং আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনেও যার প্রভাব প।ার আশঙ্কা করেছেন অনেকেই।

ট্রাক পার্কিং–এ পরিণত

প্রথম পাতার পর

না হলে পার্কিং করার সাহস পাবে কে? সাধারণ মানুষের টাকায় হেলিপ্যাড তৈরি করে রমরমিয়ে ট্রাক পার্কিংয়ের ব্যবসা চালাচ্ছে শাসক দলের অসাধু নেতারা। প্রশাসন অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবসা গ্রহণ না করলে আমরা কিষাণমান্ডিতে অবস্থান বিক্ষোভে বসব।' এ প্রসঙ্গে বনগাঁ পুরসভার পুরপ্রধান গোপাল শেঠ বলেন, 'বেআইনীভাবে কিছু দালালশ্রেণির লোকজনের মাধ্যমে হেলিপ্যাডটি লরি পার্কিং হিসেবে অপব্যবহার করা হচ্ছে। জন প্রতিনিধি হিসেবে সত্যিই আমি এজন্য ব্যথিত। কারণ এরা মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের একটা প্রজেক্ট নষ্ট করছে। বনগাঁ পুরসভার পক্ষ থেকে জেলা শাসক, পরিবহন মন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলাম ওখানে একটা হেলিকপ্টার ল্যান্ডিংয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে। এবং তার সমস্ত ব্যবস্থা পুরসভা করবে। আজ একশ্রেণীর দালালচক্রের জন্য বর্তমান সরকারের বদনাম হচ্ছে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করছি। পাশাপাশি প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, এই কাজে যারা যুক্ত, তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা হোক এবং আইনগত শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

উকিলের চিঠি পাঠালেন

প্রথম পাতার পর

৪) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার জলাভূমি রক্ষার কথা বললেও সন্দীপ বাবু সরকারিভাবে ঘোষিত একটি ডোবা বোজাতে এত উৎসাহী কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর যখন সাধারণ জনগন জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসনের থেকে না পায় তখনই সাংবাদিকদের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয় উত্তরের খোঁজে। আমরাও তাই করেছি। সন্দীপ বাবুকে অপমান বা হেয় প্রতিপন্ন করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমাদের নেই। কোনও কটূক্তিও করা হয় নি সন্দীপ বাবুকে। শুধু জনগণের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে যা সঠিক ভাবে অন্য সংবাদ মাধ্যমও করেছে। এরপরও আইনের দ্বারস্থ হওয়ার অধিকার সকলের আছে। তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারও নেই।

আলিপুর বার্তার প্রতিনিধি সুব্রত মন্ডলের সংযোজন :

রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে যে সরকারি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে পুকুর ভরাট করা হচ্ছিল। তার খবর অনেক স্যাটেলাইট চ্যানেলে দিনভর দেখানো হয়েছে। সমস্ত প্রিন্টিং মিডিয়াও ছাপার অক্ষরে এই খবর প্রকাশ করে। কিন্তু প্রশ্ন এখানেই থেকে যায়,সমস্ত মিডিয়া যেখান খবরটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেখানে আলিপুর বার্তা কি ব্যক্তি আক্রশে পড়ে গেল? তাই বোধহয় তাঁর আইনজীবী আলিপুর বার্তাকে উকিলের চিঠি পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, সাংবাদিক সুব্রত মন্ডলকেও লম্বা অভিযোগে গেঁথে ফেললেন। বি এল আর অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার পর আমরা দেখতে পাই ৭০৩ নম্বর প্লটটি ডোবা, (০১) এক একর জমি। তাহলে সাংবাদিক কোথায় ভুল করেছেন? পুরসভার চেয়ারম্যান ডাক্তার পল্লব দাস নিজেই বলেছেন, নিচু জমি নোংরা ফেলে সেটা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ভর্তি করা হচ্ছে। তবে বোধহয় লম্বা একটা পরিকল্পনা কাজ করছে। আর পুরসভার ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সরোজমিনে তদন্ত করতে এসে লাঞ্ছিত হয়ে যান। সততার বিকাশ হচ্ছে বলতে হবে। বি এল আরও বলছেন, নিচু জমি নয়, ডোবা। পরিবেশকর্মীরা নিশ্চয়ই বুঝে নেবেন। পৌরপিতা ক্ষমা চেয়ে আইনের নোটিশ প্রত্যাহার করবেন, নাকি আইনের পথে চলবেন? মনে রাখতে হবে, আইন কারও ব্যক্তিগত নয়। জমি ভর্তি হয়ে গেলেও জমির দাগ নম্বর ভরাট হয়ে যাবে না। দেখা যাক গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ কতটুকু কাজ করতে পারে।

প্রকৃতির তাণ্ডবে লন্ডভন্ড শস্যগোলা

প্রথম পাতার পর

এই মুহূর্তে সর্বত্র বোরো ধান ওঠার মুখে। কিছু কিছু জায়গায় চাষিরা ধান কেটে মাঠেই রেখে দিয়ে খামারে নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। এবার মোটের ওপর বোরো ধানের ফলনও বেশ সন্তোষজনক ছিল। কিন্তু, দু'দিনের ঝড়–বৃষ্টির তাণ্ডবে মাঠ ভর্তি ধান কোথাও জলে ভাসছে কোথায় সোনালী রংয়ের ফলন্ত ধান দুর্যোগের আঘাত সইতে না পেরে নুইয়ে পড়েছে। এককথায়, প্রকৃতির রোষ যাবতীয় প্রত্যাশাকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ায় চাষিরা অত্যন্ত হতাশ। সেইসঙ্গে রাজ্যের অন্যতম অর্থকরী ফসল হল পাট। বিভিন্ন জেলার বিস্তীর্ণ জমিতে এই পাটচারাগুলি সবেমাত্র বেড়ে ওঠার মুখে। কিন্তু, শিলাবৃষ্টিপাতের আঘাত সইতে না পেরে পাটচারার কচি ডগাগুলি ভেঙে যাওয়ায় মাথায় হাত চাষিদের। এই পাটচারাগুলির স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ফলে, পাটের ফলনেও মার খাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। এই মুহূর্তে আম, লিচু প্রভৃতি ফল পাকার মুখে। সেই আমও ব্যাপকহারে ঝরে পড়ায় একইভাবে ক্ষতির শিকার চাষি থেকে শুরু করে ফল ব্যবসায়ীরা। প্রকৃতির তাণ্ডবে অসময়ে পড়ে যাওয়া কাঁচা আমের বাজারদর একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। এদিকে, কালবৈশাখীর এখনতো ভরা মরশুম। তথ্য সূত্র অনুযায়ী, মে মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষদিকেই বিধ্বংসী সাইক্লোন 'মোচা' এরাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডব চালাতে পারে। তার কেমনতর প্রভাব দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে পড়তে পারে সেই নিয়েই যেমন জল্পনা ছড়িয়েছে, পাশাপাশি চাষি থেকে শুরু করে ভুক্তভোগীরাও আরেক দফায় আশঙ্কিত হয়ে সামনের দিনগুলির দিকে চেয়ে আছেন। দাইহাট শহরের বেড়া এলাকার বাসিন্দা তথা প্রাক্তন কাউন্সিলর রঞ্জিত দেবনাথ একরাশ আশঙ্কার সুরে বলেন, এ তো সবে শুরু। শুনছি সামনেই আরও এরকম ঝড়–বৃষ্টির তাণ্ডব চলবে!

দক্ষিণবঙ্গে বাজ পড়ে ১৪ জনের মৃত্যু হলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন ব্লকে সে অর্থে ঝড়–বৃষ্টিতে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আলিপুর, বারুইপুর, কাকদ্বীপ মহকুমায় আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামে। ঝড়ের গতি খুব একটা ছিল না। তবে বেশ কয়েকটি এলাকায় শিলাবৃষ্টি হয়েছে। সাময়িক ঝড়–বৃষ্টির কারণে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিদ্যুৎ চলে যায়। এর জন্য মানুষের বেশ ভোগান্তি হয়। কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়েও প্রায় একই ছবি। বিকালের দিকে কালো মেঘ করে বৃষ্টি নামে তাপমাত্রার পারদ অনেকটাই নেমে যায়। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর আগামী দু–তিন দিন রাজ্য জুড়ে বিকালের দিকে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা থাকছে।

দিল্লি থেকে উদ্ধার নাবালিকা, ধৃত যুবক হরিয়ানা থেকে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর : ফেসবুকের মাধ্যমে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে জয়নগরের এক নাবালিকাকে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে এক যুবক পাকড়াও হয় হরিয়ানা থেকে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে। নাবালিকার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে ফেসবুকের মাধ্যমে হরিয়ানার পানিপথের একটি ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে জয়নগর থানা এলাকার ওই নাবালিকার।এরপর দীর্ঘদিন ধরে ফেসবুকে কথোপকথনের পর গত এপ্রিলের ২ তারিখে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় ওই নাবালিকা। তাঁর পরে ঐ নাবালিকার পরিবার জয়নগর থানাতে ৩ এপ্রিল একটি নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে।আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে তদন্ত শুরু করে জয়নগর থানার তদন্তকারী পুলিশ। ঐ নাবালিকাকে উদ্ধারের জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়। নাবালিকার আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে অবশেষে সন্ধান মেলে হরিয়ানার মদন কুমার নামে ওই যুবকের। হরিয়ানার ওই যুবকের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ধরে অবশেষে দিল্লি এলাকা থেকে নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে জয়নগর থানার পুলিশ। এর পাশাপাশি নাবালিকাকে অপহরণ করার অভিযোগে হরিয়ানার মদন কুমার নামে ওই যুবককে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার পুলিশ। অভিযুক্ত ওই যুবককে দিল্লির একটি আদালতে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ। আর সেই আদালত থেকে তিন দিনের ট্রানজিস্ট রিমান্ডে নিয়ে মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমার আদালতে অভিযুক্ত ওই যুবককে পেশ করে জয়নগর থানার পুলিশ। অভিযুক্ত ওই যুবকের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে অপহরণ করার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।জানা যায় ঐ যুবক এর আগে চারটি বিবাহ করেছিল।এদিন বারুইপুর মহকুমা আদালতে ধৃতকে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।এদিকে উদ্ধার হওয়া নাবালিকাকে হোমে পাঠায় জয়নগর থানার পুলিশ। নাবালিকার বাবা সুশান্ত সাপুই জানান, ফেসবুকের মাধ্যমে কয়েকদিন আগেই আমার মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় হরিয়ানার পানিপথের ওই যুবকের। নিজের নাম মদন কুমার বলে দাবি করে। এরপর প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে আমার মেয়েকে হরিয়ানায় নিয়ে চলে যায় ওই যুবক। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর আমার মেয়ের সন্ধান পাইনি। এরপর জয়নগর থানাতে অভিযোগ দায়ের করি। জয়নগর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে হরিয়ানা থেকে অভিযুক্ত যুবক ও দিল্লী থেকে আমার মেয়েকে উদ্ধার করে। আমার মনে হয় যে ওই যুবক আমার মেয়েকে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিল। জয়নগর থানার পুলিশকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাদের সহযোগিতায় আমার মেয়েকে আমি ফেরত পেয়েছি।

Office of the North Bawali Gram Panchayat

E- TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E- Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 156 & 157/NBGP/15th CFCG UNITED/2023, Dated: 20/04/2023 at different place within North Bawali GP under Budge Budge-II Dev. Block, South 24 Parganas, WB. Last date for the online receipt of Tender is : 08/05/2023 at 1 PM. Detail will be available at the website : www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan
North Bawali Gram Panchayat

মহানগরে

পৌরসভার বিশেষ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রীষ্মের দাবদাহে ঘরেবাইরে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেছে।

১৩ এপ্রিল পৌর সচিবালয় থেকে এক স্পেশাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, আগামী গোটা গ্রীষ্মে তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তায় গরমে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাঁকে পরিষেবা দিতে কলকাতা পৌরসংস্থার সব অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

এই সুবিধা পেতে এই সমস্ত মোবাইল ফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে হবে। ১) অ্যাম্বুলেন্স হেড কোয়ার্টার : ৯০০৭৬-১৫৮৭৩/৭৯০০১-৫৫৮০৫/৭৬৮৬৯-৭৬৭২৪/৮৭৭৭৪-১৫৬০০। ২) একবালপুর মেটারনিটি হোম : ৯৪৭৭০-৪৫৯৯০। ৩) গার্ডেনরিচ মেটারনিটি হোম : ৯৮৩১৩-৭০০৩১। ৪) বরো – ৮ : ৯৮৩১১-৩৭৭৮২। ৫) বরো – ১১ : ৯৮৩০২-৮৪৭২৯। ৬) বরো – ১২ : ৭০০৩৫-১০৭৪৮। ৭) বরো – ১৪ : ৯১৬৩৭-৮৪৩১৬। ৮) বরো – ১৫ : ৯৮৩১৩-৭০০৩১ এবং বরো – ১৬ : ৯৪৭৫২-৬৬১০৮।

মেট্রোর মাঝেরহাট স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জোকা-এসপ্ল্যানেট মেট্রোরেলের মাঝেরহাট স্টেশনের কাজ আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২২ এপ্রিল জোকা-এসপ্ল্যানেট মেট্রোরেলের এই স্টেশন পরিদর্শন করেন মেট্রোরেলের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি। এছাড়াও তিনি নির্মীয়মাণ মোমিনপুর মেট্রোস্টেশনও পরিদর্শন করেন। কীভাবে সেখানে কাজ হচ্ছে, যাত্রীরা কী কী সুবিধা পাবেন সেসব বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। কারণ এরপর জোকা-এসপ্ল্যানেট মেট্রোরেল ভূতলে প্রবেশ করবে। এদিনের পরিদর্শন কালে জিএমের সঙ্গে ছিলেন পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক হিসাবে কৌশিক মিত্র ও রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের আধিকারিকরা।

ব্যবসা মানেই প্রতিযোগিতা। যে প্রতিযোগিতা সাহায্য করে দেশের অর্থনীতিকে তুলে ধরবার। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতায় কতটা স্বচ্ছতা বজায় রেখে ব্যবসায়ীরা এগিয়ে চলে তা নির্ধারণ করতে ২০০২ সাল থেকে ব্যবসায় প্রতিযোগিতা আইন পর্যালোচনা করবার জন্য তৈরি হয়েছে 'কম্পিটিশন কমিশন'। এই বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কর্মার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ২৮ এপ্রিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতের কম্পিটিশন কমিশনের চেয়ারপার্সন ড. সঙ্গীতা ভার্মা। তিনি বলেন, ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রতিযোগিতা প্রয়োজন আছে কিন্তু প্রতিযোগিতার পদ্ধতি এবং ধরন বিবেচনা করবার জন্য ভারতে এই কমিশন প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। কোথাও অসুবিধা হলে তারা সদা তৎপর থাকে বিষয়টি পর্যালোচনা করে তা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এমসিসিআই-এর সভাপতি নমিত বাজোরিয়া। পশ্চিমবঙ্গের আইন বিজ্ঞানের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. নির্মলকান্তি চক্রবর্তী, সংস্থার আইন বিষয়ক কমিটির চেয়ারপার্সন মমতা বিনানিসহ অন্যান্যরা।

৫০০ বর্গফুটের ছোটো দোকানে জঞ্জাল সাফাই ফি লাগবে না

বরুণ মণ্ডল : নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫০০ বর্গ ফুটের থেকে ছোটো ক্ষেত্রমানের দোকানদারদের থেকে কেবল ট্রেড লাইসেন্স ছাড়া আর একটি পয়সাও নেওয়া হবে না। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, কেবলমাত্র ট্রেড লাইসেন্সের টাকা দিলেই ব্যবসা করতে পারবেন এমন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। কিন্তু ৫০০ বর্গ ফুটের থেকে বড় ক্ষেত্রমানের দোকানের ক্ষেত্রে ট্রেড লাইসেন্সের সঙ্গে এবার থেকে জঞ্জাল অপসারণ ফি-ও দিতে হবে। তবে যত বড়ই ব্যবসা হোক নয়া-নিয়মানুযায়ী 'ট্রেড – লাইসেন্স ফি' আড়াই হাজার টাকার বেশি নেওয়া হবে না। তবে ৫০০ বর্গ ফুট ক্ষেত্রমানের থেকে ছোটো বা বড় হোটেল রেস্তোরার ট্রেড লাইসেন্সের সঙ্গে জঞ্জাল অপসারণ ফি ও পানীয় জল ব্যবহার ফি এবার থেকে এক সঙ্গে নেওয়া হচ্ছে। ২৪ এপ্রিল মহানাগরিক জানান, 'যাঁরা ছোটো ব্যবসা করেন, তাঁদের থেকে আর জল সরবরাহ

ফি, নিকাশি, আবর্জনা পরিষ্কার ফি বাবদ অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হবে না।' এদিকে, দালালচক্রের হাতে পড়ে ট্রেড লাইসেন্স নিয়েও সবিস্তর অভিযোগ ছিল ব্যবসায়ী মহলে। এদিন, তারও মীমাংসা স্বরূপ মহানাগরিক জানান, যতো বড় ব্যবসাই হোক, নয়া নিয়মানুযায়ী ট্রেড লাইসেন্সের জন্যও ২,৫০০ টাকার বেশি অর্থ নেওয়া হবে না।

এদিকে, হোটেল, রেস্তোরাঁ, লিকুইড চায়ের দোকানে ট্রেড লাইসেন্সের সঙ্গে জঞ্জাল অপসারণ ফি দিতে হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার লাইসেন্স দফতরের বক্তব্য, হোটেল, রেস্তোরাঁয় নিত্য প্রচুর জঞ্জাল সৃষ্টি হয়। তা পৌরসংস্থার গাড়ি করে নিত্য দু'বেলা তুলে নিতে হয়। চায়ের দোকান – রোল – চাউনিনের দোকান ও রেস্তোরাঁয় নিত্য প্রচুর পানীয় জল লাগে। তা-ই তাদেরকে ট্রেড লাইসেন্সের সঙ্গে জঞ্জাল অপসারণ ফি দিতে হবে। কলকাতা পৌরসংস্থার জল সরবরাহ দফতরের পরিস্রুত জল আর জঞ্জাল অপসারণ দফতরের গাড়ি নিত্য ব্যবহারের ফি তো দিতেই হবে। তবে এই ফি ইচ্ছে মতো আদায় করা হবে না। মহানাগরিক জানান, ৫০০ বর্গফুটের অধিক ক্ষেত্রমানের যাদের দোকান অথবা যারা হোটেল চালাচ্ছেন, তাঁরা নিজেরাই এফিডেভিড করে কলকাতা পৌরসংস্থাকে জানাবেন নিত্য কতটা পরিমাণ পরিস্রুত পানীয় জল ব্যবহার করছেন। এবং পৌর জঞ্জাল অপসারণ দফতরকে নিত্য কতটা আবর্জনা তুলতে হচ্ছে। অর্থাৎ, বেঁধে দেওয়া টাকার অঙ্ক নয়, পৌর পরিষেবা মাফিক টাকা নেবে কলকাতা পৌরসংস্থা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পৌরসংস্থার ২০২৩ –'২৪ অর্থবর্ষের বাজেটে বর্ধিত হারে লাইসেন্স ফি ঘোষণা করা হয়েছিল। তা নিয়ে ছোটো ব্যবসায়ীরা আপত্তি জানিয়েছেন। তাদের সেই আপত্তিকে মান্যতা দিয়ে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

আনন্দধামের চাবি হস্তান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে বেহালার পর্ণশ্রীস্থিত ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডে রাজ্যের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পে সকলদেও সিং বস্তির ৯০ জন বাসিন্দাকে ২৬ এপ্রিল নবনির্মিত আনন্দধাম ফ্ল্যাট বাড়ির চাবি তুলে দিলেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি সঞ্চিতা মিত্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পর্ণশ্রী বাসস্ট্যান্ডের সন্নিকটে প্রায় ১০ কোটি ব্যয়ে এ বি সি এই তিনটি ব্লকে পাঁচতলা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দা বেহালা পূর্বের বিধায়িকা রত্না চট্টোপাধ্যায়, বরো ১৪ অধ্যক্ষা সংহিতা দাস, স্থানীয় সাংসদ ও কলকাতা পৌরসংস্থার অধ্যক্ষ মালা রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতা পৌরসংস্থার নয়া বিজ্ঞাপন নীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরীর বহিরঙ্গ বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 'কলকাতা মিউনিপ্যাল কর্পোরেশন (অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি)-এর রেগুলেশন ২০২২' – খসড়া ২০২২ সালের ২৬ জুন প্রকাশিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রচলিত কিছু নিরীক্ষণ এবং অনুমোদনের পরে এই রেগুলেশন চলতি ২০২৩ – '২৪ অর্থবর্ষের জন্য কার্যকর হবে। এর ফলে বিজ্ঞাপনের জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ নগরী হিসেবে কলকাতাকে বাঁচিয়ে রাখার পথ প্রশস্ত হবে। প্রস্তাবিত নীতিগুলির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এরকম – ১) বিজ্ঞাপনমুক্ত অঞ্চল এবং সবুজ বলয়ে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনে কড়া বিধিনিষেধ আরোপ। ২) কোনও ভবনের স্থাপত্যদৃশ্য যাতে বিজ্ঞাপন দ্বারা অবরুদ্ধ, আড়াল বা অন্য কোনো সমস্যার সম্মুখীন না হয়, সে বিষয় নিশ্চিত করা। ৩) হোর্ডিংয়ের গঠন উপযুক্ত সামগ্রী বা সজ্জা দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকবে, যাতে তার শৈল্পিক নান্দনিকতা বিনষ্ট না হয়। ৪) হোর্ডিংয়ের জন্য কোনো যথাযথ ব্যবসায়িক প্রদর্শনের বিষয় না পাওয়া গেলে হোর্ডিংকে সাদা ফ্লেক্স দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে,

যাতে শহরের নান্দনিকতা রক্ষিত হয়। ৫) কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং দপ্তর দ্বারা ঘোষিত কোনো বিপজ্জনক, জীর্ণ অথবা নিরাপত্তাহীন বাড়িতে বিজ্ঞাপন বা হোর্ডিংয়ের অনুমতি দেওয়া হবে না। ৬) দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে চিরাচরিত বা গতানুগতিক পি ভি সি ফ্লেক্সে'র পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ও জীবাণু বিয়োজ্য কাপড় দিয়ে ফ্লেক্স তৈরির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে এমন একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যার ফলে সমস্ত প্রকার বিজ্ঞাপনী প্রদর্শনের জন্য অনুমতি চেয়ে অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে এবং আবেদনকারীদের একটি সুবিধাজনক ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান করা হবে। এই উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ প্রায় শেষ হবার পথে এবং খুব শীঘ্রই তা বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন দপ্তর ২০১৯ সালে 'তথ্যসন্ধানী' নামের একটি 'জিও-ডেটা কালেক্ট' মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে। এর দ্বারা কলকাতা সীমানার মধ্যে অবস্থিত বিজ্ঞাপন গুলির পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করার ক্ষেত্রে এই ডেটা-বেস অত্যন্ত সাহায্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর ফলে এই দপ্তরের কর্মচারী ও আধিকারিকরা কর্মস্থলে বসেই এখন হোর্ডিং ও বিজ্ঞাপনের ওপর তাৎক্ষণিক নজর রাখতে পারেন।

অতিমারি পরিস্থিতির কারণে শেষ দু'বছরে কোনো স্ট্রিট হোর্ডিং, ল্যাম্প পোস্ট কিয়স্ক, বাস প্যাসেঞ্জার শেল্টার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কোনো টেন্ডার ডাকা সম্ভব হয়নি। এর ফলে বিজ্ঞাপন দপ্তর রাজস্ব উপার্জন একটি প্রধান মাধ্যমে 'ল্যান্ড ইউটিলাইজেশন চার্জেস' যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে আগামী ২০২৩ – '২৪ অর্থবর্ষে বিজ্ঞাপন ফি – এর মাধ্যমে উপার্জন মাত্রা ১০০ কোটি টাকা হবে বলে পৌর কর্তৃপক্ষ আশা করছে।

লেন্স বার্তা

বাজার : বেহালার অজন্তা সিনেমাহলের বিপরীতস্থিত এস এন রায় মার্কেটের নবনির্মিত অংশে ২৬ এপ্রিল সবজি-ফল বাজার স্থলাভিষিক্ত হল। ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এতে ব্যবসায়ী ও ক্রেতারাও উপকৃত হবেন। ১১৯ নম্বর ওয়ার্ডে এই নির্মাণ কাজে ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ টাকা।

আবদ্ধ : গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহ চলছে তাসত্ত্বেও দীর্ঘদিন যাব বাতানুকূল যাত্রী প্রতীক্ষালয়টি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে, স্থানীয় নেতৃত্বের কোনো হেলদোল নেই। মাঝেরহাটে বিদ্যাভারতী স্কুলের সন্নিকটে। ছবি : অরুণ লোধ

যোধপুর পার্কে রাস্তা আটকে চলছে আইপিএলের ঝড়। প্রশাসন নির্বিকার

বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে ট্রাম লাইন আটকে চলছে গাড়ি পার্কিং

বৃহস্পতিবার শিলাবৃষ্টির পর বীরভূমের নানুরে। ছবি : দেবাশিস রায়

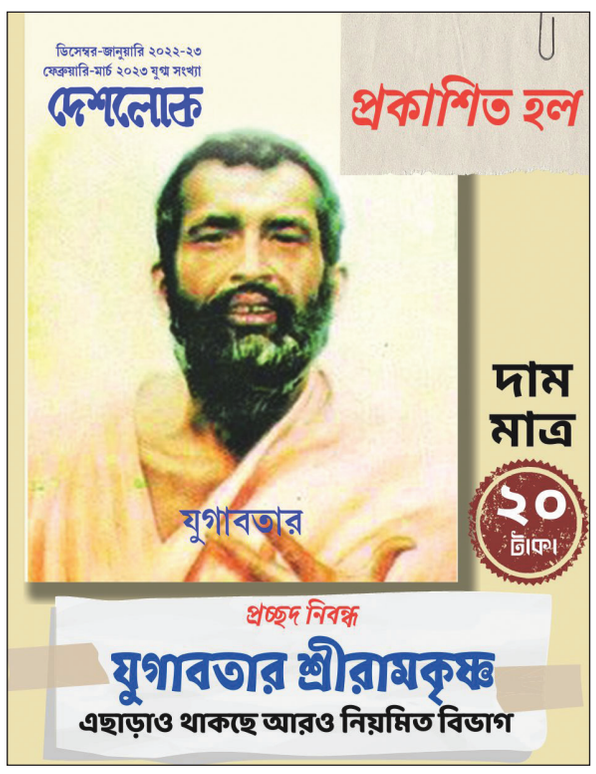

জানা-অজানা সফরে

সপ্তাহান্তের ছুটিতে মেদিনীপুরের মহিষাদল রাজবাড়িতে

মলয় সুর

মেদিনীপুরে হলদি নদীর ধারে সবুজ ঘেরা বিখ্যাত মহিষাদল রাজবাড়ি। রাজবাড়ির মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে টিকিট নিয়ে মূল রাজবাড়িতে প্রবেশ করতে হবে। তবে রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকে ঘরের মধ্যে ছবি তোলা নিষেধ। ঘরের ভিতরের কোন ছবি ফ্রেমবন্দি করা যাবে না। তবে মনের ক্যামেরাতে বন্দি করুন সমস্ত কিছু। কলকাতা থেকে ১৭০ কিমি দূরে অবস্থিত মহিষাদল রাজবাড়ি। দিল্লির মোঘল আমলের সম্রাট আকবরের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের পরিধির মধ্যে বাংলাও তার অধীনে ছিল। সম্রাট আকবরের কাছে নিযুক্ত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা জনার্দন উপাধ্যায়। তাঁর কাজের দক্ষতা এবং আনুগত্যের জন্য সম্রাট আকবর তাঁকে একটি একটি তলোয়ার উপহার দেন। জনার্দন ব্যবসা বাণিজ্য করতে চলে আসেন এই মহিষাদলে। এখানে তখন রাজা ছিলেন কল্যাণ রায় চৌধুরী। তিনি ঠিকমতো খাজনা দিতে পারছেন না, ঋণে জর্জরিত। সেই সময় জনার্দন উপাধ্যায় নিলামে তিনটি

রাজবাড়ি ও বিশাল সম্পত্তি কিনে নেন। হলদি নদীর তীরে জায়গাটি জনার্দনের খুবই পছন্দের এবং মনের মতন লাগে। বর্তমানে তিনটি রাজবাড়ির মধ্যে দুটিতে সাধারণের প্রবেশাধিকার রয়েছে। আর একটি ভগ্ন অবস্থায়। রাজবাড়িতে ঢোকার মুখেই দুটি শ্বেতপাথরের হাতি ও দুটি কামান রয়েছে। ভিতরে দেখতে পাবেন রাজ পরিবারের ব্যবহৃত অস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম। অন্য একটি ঘরে দেখবেন রাজপরিবারের শিকার করা বাঘ, হরিণ, কুমির, বাজপাখি সহ আরও নানা পশুপাখি। সেখান থেকে ব্যালকনি হয়ে শয়নকক্ষে। দেখতে পাবেন রাজপরিবারের ব্যবহৃত আসবাব, পাথরের থালা বাসন, বিশাল খাট-পালঙ্ক পাশের একটি ঘরে দেখতে পাবেন রাজপরিবারের ব্যবহৃত বিভিন্ন বই, সাউন্ড সিস্টেম ও অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিস। কেউ চাইলে এই রাজ বাড়িতে রাজার ঘরে রাজার হালে একদিন থেকেও যেতে পারবেন। এরপর রাজবাড়ির বাইরের সামনের বাগানে কিছুটা সময় বসুন গাছের ছায়ায়। শরীরের সমস্ত ক্লান্তি কোথায় চলে যাবে বুঝতেই পারবেন না। তারপর আসুন রাজবাড়ির কুলদেবতা গোপালজিউ মন্দিরে। সুবিশাল মন্দিরে বিরাট ঘন্টা। মন্দির ঘোরার পর প্যাডেল বোট চরতে পারেন রাজার দিঘিতে। পুরনো রাজবাড়িটাও দেখতে পাবেন। এখনও রাজবাড়ির বংশধররা দোতলায় বসবাস করেন। এখানে পুরীর রথের মতো বহু পুরনো মহিষাদল রথযাত্রা উৎসবের প্রচলন আছে। তৎকালীন প্রজাদের অনুরোধে রানী জানকীদেবী এই রথযাত্রা শুরু করেছিলেন। যদিও এই রথে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা থাকেন না। তাঁর বদলে আরোহন করেন কুলদেবতা মদন মোহন গোপাল জীউ। এই রথযাত্রা উপলক্ষে ২০ দিন ধরে মেলা বসে মহিষাদলে।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে ট্রেনে উলুবেড়িয়া। সেখান থেকে বাসে গাদিয়াড়া। এখান থেকে লঞ্চে ওপারে নূরপুর থেকে টোটো বা অটোতে রাজবাড়ি পৌঁছে যাবেন।

এছাড়াও কলকাতা থেকে বাস অথবা ট্রেনে করে যেতে পারবেন। ট্রেনে হাওড়া থেকে সাতীশ সামন্ত হল্ট। আবার শিয়ালদহ থেকে ডায়মন্ড হারবার স্টেশন হয়ে চলে আসুন লঞ্চ ঘাট। ওখান থেকে ফেরি করে কুকরাহাটির টিকিট কেটে লঞ্চে করে ফেরি পারাপার। কুকরাহাটি নেমে দিঘাগামী বাসে উঠে নামবেন মহিষাদল স্টপেজে। সেখান থেকে ৫ মিনিট পায়ে হেঁটে ঐতিহ্যবাহী মহিষাদল রাজবাড়ি। দেখতে পাবেন মহিষাদল রাজ হাই স্কুল ও মহিষাদল রাজ কলেজ।

মাঙ্গলিকী

সত্যের অপলাপে সত্যর 'কণ্ঠরোধ'

কৃষ্ণচন্দ্র দে

প্রযোজনা সমকালীন সংস্কৃতি

নির্দেশনা : সুদীপ্ত সরকার

রাজনীতির কারবারীদের নিয়ে তাদের শিক্ষা, প্রতিশ্রুতির বন্যা, মিথ্যাভাষণ এবং তজ্জনিত কারণে নানা ঘটনা বা দুর্ঘটনা নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক উপস্থাপনা, নাটক কণ্ঠরোধের বিষয় বস্তু। একটা রাজনৈতিক স্যাটায়ার দেখলাম বিগত ৩০ মার্চ তপন থিয়েটারে। গল্প সূত্র রমানাথ রায়। মঞ্চ– নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় সুদীপ্ত সরকার।

'খেলা হবে' শব্দবন্ধটি এখন রাজনৈতিক দলের সভার ব্যবহৃত ম্যাকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতির এই ডামাডোলকে কেন্দ্র করে একটি প্রহসন ধর্মী হাস্যরসাত্মক অথচ সামাজিক বার্তাবহ অসাধারণ কৌতুক নক্সা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম।

রাজনৈতিক নেতা সত্যব্রত, রাজনৈতিক সভায় মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ভাষণ দিতে দিতে তার কণ্ঠ হঠাৎ রোধ হয়ে যায়। মুখে কোনো ভাষা ফোটে না, একেবারে স্তব্ধ হয়েযায়। সেই শব্দ ফিরিয়ে আনতে ডাক্তার তান্ত্রিক সোহাগী মা দলের অন্যান্য দলীয় কর্মীদের সকল প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয় তখন সোহাগী মার নির্দেশে যুধিষ্ঠিরকে মর্তে আনার সিদ্ধান্ত হয়। সকলে প্রার্থনা করতে থাকে। হঠাৎ যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হন এবং নিদান দিলেন সবসময় সত্য বলতে হবে তবেই কণ্ঠ ফিরে আসবে, যদি মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হয় আবার কণ্ঠরোধ হয়ে যাবে।

সত্যি সত্যি সত্য ব্রত্যর কণ্ঠ আবার ফিরে আসে। কিন্তু যেই মুহূর্তে নেতা ভাষণ দিতে দিতে খেই হারিয়ে অভ্যাসবশত আবার মিথ্যা ভাষণ শুরু করে তৎক্ষণাৎ তার কণ্ঠ আবার বন্ধ হয়ে যায়।

ফ্যান্টাসীর মধ্যদিয়ে যুধিষ্ঠিরকে আনা এবং একটা বার্তা দেওয়া হয়েছে, এটা নাট্যকারের তথা নির্দেশকের বুদ্ধিমত্তার তারিফ করতেই হয়।

আজকাল নাটকে বিভিন্ন সাউন্ড প্যাচার্ন ব্যবহার করা হচ্ছে। আলোর ব্যাপারেও এসেছে অনেক পরিবর্তন, এটা একটা ভাল দিক, কারণ অনেক কিছু বোঝান যায় এবং বোঝাতে হয়। নাটকে ছোটোখাটো অনুপঙ্খ গুলিকে গুরুত্ব দিতে হয়। কতগুলি জিনিস যুগে যুগে বদল হয়। কিছু জিনিসের বদল হয় না। যুগের প্রেক্ষিতে বদল আনতে হয় অভিনয়ে–সংলাপে–মঞ্চসজ্জায়। একথা ঠিক যুগের ভাষা অনুযায়ীই সংলাপ রচিত হওয়া উচিত। নাটকটা সমকালকে ধরেছে। ওএমআর সিট এর কথা এসেছে। খাতায় নম্বর বাড়ানোর কথাও এসেছে। অবশ্যই ব্যঙ্গচ্ছলে। নাটকটা দেখতে ভালো লেগেছে। তবে একথাও ঠিক সকল শ্রেণীর দর্শককে তুষ্ট করা সম্ভব নয়। কারণ দর্শকশ্রেণী বহুধা বিভক্ত। অনেকেই আনপ্রেডিক্টেবল। অর্থাৎ নতুন পন্থী পুরানো পন্থী আধুনিক এসব তো আছেই।

এবারে অভিনয়ের ক্ষেত্রে আসা যাক। এ ধরনের নাটক কখনই দু'একজন শিল্পীর অভিনয় দিয়ে বাজীমাত করা যায় না। দরকার টোটাল টিম ওয়ার্কের। সুদীপ্তর টিম ওয়ার্ক বরাবরই বেশ ভালো।

অভিনয়ে ন্যাপা চরিত্রে দেবপ্রসাদ ঘোষ, সত্যব্রত চরিত্রে ইন্দ্রজিৎ, ডাক্তার চরিত্রে দীপাঞ্জন গাঙ্গলী, রঘু চরিত্রে অনিন্দ চক্রবর্তী, কানু চরিত্রে অলোক শংকর রায়, নন্দা চরিত্রে দেবশ্রী মুখার্জী ঝুংকুমণি চরিত্রে অপর্ণা দাস, সোহাগী মা চরিত্রে তনিমা দাস, সরকার এবং যুধিষ্ঠির এর ভূমিকায় রজতশুভ্র পাইন সকলের মিলিত চেষ্টায় নাটকটা একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছে। এছাড়া কোরাসে ছিলেন– আনন্দ মুখার্জী, শুভ্রজিৎ বসু, সুমন দাস, প্রসেনজিৎ মণ্ডল, মিত্রা দাস, দীপাঞ্জন গাঙ্গুলী, সুপর্ণা মাইতি, দেবশ্রী মুখার্জী, অর্না ধর এবং সুতপা দাস প্রমুখেরা।

ব্যাক স্টেজে ছিলেন মঞ্চনির্মাণে অজিত রায়, আলোক সম্পাতে সৈকত মান্না, রূপসজ্জায় অসীম কুণ্ডু, সুরারোপ অনিন্দ চক্রবর্তী ও সুদীপ্ত সরকার, কোরিওগ্রাফিতে ঝুমা চক্রবর্তী এবং নামঙ্কনে অভিজিৎ। উপসংহারে দু'একটা কথা বলছি বিগত দুটি বছর করোনা বা কোভিড–১৯ বাংলা নাটককে একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। তারমধ্য থেকে গাত্রোস্থান করে ও সঞ্জীবন মন্ত্রে নাট্যদলগুলো আবার মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করে চলেছে এটা অত্যন্ত আশা ব্যঞ্জক। যে কয়েকটি নাট্যদল দলের বহির্ভূত নামি শিল্পীকে ভাড়া না করে দলের সদস্যদের দিয়েই অভিনয় করান তাদের মধ্যে সমকালীন সংস্কৃতি অগ্রগন্য বলেই বিবেচিত হবে। এই দুরূহ কাজটি সুচারু রূপেই করে চলেছেন দলের কর্ণধার সুদীপ্ত সরকার। শুধু এই জন্যই আমার অনুজপ্রতীম সুদীপ্তকে এত ভালো লাগে। ও শুধু ভালো নির্দেশকই নয়, একজন দক্ষ নাট্য সংগঠক। একে জানাই একটা উষ্ণ অভিনন্দন। দলের সকল সদস্যদের জানাই অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। নাটক যেন ওদের দিশা দেখায় এই কামনা করছি। নাটক যেন শুধু বিনোদন সর্বস্ব না হয়ে, হয়ে উঠুক লড়াইয়ের হাতিয়ার হয়ে। বিশ্ব নাট্যদিবসের এই সময়ে এটাই আমার একমাত্র প্রত্যাশা।

মনোজ্ঞ বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ববঙ্গীয় সাহিত্যকলা আকাদেমি অধিভূক্ত বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হল কলেজ স্কোয়ারে মহাবোধি সোসাইটি সভাগৃহে বিশ্ব পুস্তক দিবস ও অক্ষয় তৃতীয়ার দিন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট জাতীয় কবি ও বিখ্যাত লাল পাহাড়ির দেশে যা গানের রচয়িতা অরুণকুমার চক্রবর্তী, বিশ্ব বঙ্গীয় সাহিত্য কলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠাতা কবি ও সাহিত্যিক সঞ্জয় কুমার মুখোপাধ্যায়, ইতিহাসবিদ কুন্তল অধিকারী, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত অনির্বান সামন্ত, ইতিহাসবিদ ডক্টর সর্বজিৎ যশ, মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক ঋতব্রত ভট্টাচার্য, ইতিহাসবিদ ও লেখক গোপাল কৃষ্ণ পাহাড়ি, বিশ্ব যোগ চ্যাম্পিয়ন অনুষ্কা চ্যাটার্জী সহ আরও অনেকেই। অনুষ্ঠানে সদ্য প্রয়াত লেখক পাণ্ডব গোয়েন্দার স্রষ্টা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সংগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা সম্পাদক অর্ণব দত্ত, সহদেব দোলুই এবং সুরজিৎ কোলে একজোট হয়ে যে কাজগুলি করে চলেছেন তা এককথায় তারিফযোগ্য। আসলে ওঁরা সরকারিকর্মী। তারই ফাঁকে কিছুটা সময় বের করে বাংলা ভাষার কবিতার ভাবনাকে ধ্যানজ্ঞান করে ব্যতিক্রমী ভাবনায় সকলের মধ্যে উসকে দেন। অন্যদিকে, ছোটো সৃজিতা কোলের অসাধারণ আঁকা ছবি কয়েকজন সম্মানিত অতিথিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সুদূর উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে ভাওইয়া গানের শিল্পী পীযূষ রায় (গন্ধরাজ) মঞ্চে দোতারা বাজিয়ে কয়েকটি অনবদ্য শিল্পীর কণ্ঠে গান পরিবেশন করে দর্শকদের মন জয় করে নেন। এদিন বই প্রকাশিত হয় বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বির বিএড কলেজের অধ্যাপক মহাদেব নন্দীর লেখা 'ক্যানভাসে রক্তদাগ' বইটি ও অর্ণব দত্ত ও সহদেব দোলুইয়ের যৌথ সম্পাদনায় মনের কলমে কবিতার সংকলন গ্রন্থ। অনুষ্ঠানে স্থানীয় ফুটপাত বাসী দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ওই দিন ২০০ জন কবি সাহিত্যিক হাজির ছিলেন। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শ্রোতারা উপভোগ করলেন এক মনোরম কবিতার সকাল। এই সুন্দর অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন সঞ্চালী ভট্টাচার্য।

শ্রীরামপুর মাহেশে জগন্নাথের চন্দনযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দনযাত্রা উৎসবের মধ্য দিয়ে হুগলির শ্রীরামপুর মাহেশে শুরু হল রথযাত্রার প্রস্তুতি। ২৩ এপ্রিল রবিবার দিনভর জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে চন্দন লেপ দেওয়া হয়। ওই পর্ব ৪২ দিন ধরে চলবে। তারপরে স্নান যাত্রা এবং সর্বশেষে বহু কাঙ্খিত রথযাত্রা। এদিন চন্দনযাত্রা উপলক্ষ্যে ভিড়ে ঠাসা ছিল মাহেশের জগন্নাথ মন্দির। সকাল থেকে ভক্ত সমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। এবারে ৬২৭ বছরে পা দিল মাহেশের রথযাত্রা। কথিত আছে, এইসময় জগন্নাথদেবের মাথা ব্যথা শুরু হয়। তা সারাতেই দেবতার মাথায় দেওয়া হয় চন্দনের প্রলেপ। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন ওই লেপ দেওয়া শুরু হয়। এরপর গঙ্গাজল ও দুধ দিয়ে স্নান করানো হবে জগন্নাথকে। তখন থেকে দু'সপ্তাহ জ্বর আসবে দেবতার। কবিরাজের পাচন খাইয়ে সুস্থ করতে হয় জগন্নাথকে। তারপরেই জগন্নাথের মাসির বাড়ি যাওয়ার পর্ব। যা রথযাত্রা নামে পরিচিত। মাহেশ মন্দিরের সেবাইত পিয়াল অধিকারী বলেন, এদিন থেকে রথযাত্রার ঢাকে কাঠি পড়ল। ঐতিহ্য মেনেই এদিন মাহেশে চন্দনযাত্রা সম্পন্ন হল।

শিশির মঞ্চে নাটকের অনুষ্ঠান

হীরালাল চন্দ্র : গত ৫ এপ্রিল ২০২৩ সন্ধ্যায় শিশির মঞ্চে 'আহিরীটোলা নাট্য দর্পণের' উদ্যোগে তিনটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাটক সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। ১। গৌতম রায় রচিত হাস্য রসাত্মক নাটক 'তারাপদ অ্যান্ড কোং' ২। 'সদানন্দের সাতকাহন' ৩। মনোজ মিত্র রচিত বেদনাদায়ক প্রেমের নাটক 'প্রভাত ফিরে এসো'।

প্রথম দুটি নাটক বিবাহ কেন্দ্রিক এবং শেষের নাটক মর্মস্পর্শী প্রেম কাহিনী। নির্দেশনা বর্ষীয়ান পরিচালক ও অভিনেতা সুরজিৎ দে। সঞ্চালনা– প্রতিভাময়ী বাচিক শিল্পী শ্রীলতা সেন। বিভিন্ন চরিত্রে দৃঢ়তার সঙ্গে অভিনয় করে অসংখ্য দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন অরুন সেন, (ধনঞ্জয়, মিঃ ধর) সুরজিৎ দে (নিশিকান্ত ও সদানন্দ) তমাল কর (তারাপদ ও নীলু মামা) সুরজিৎ মুখার্জী (বামাপদ, প্রভাত) দেবাশীষ চিন্যা, দুলাল সুকুমার দাস (হরেকৃষ্ণ) সোমেশ্বর দাস (অসীম, রাহুল) সুমিত মণ্ডল (বলহরি (পুইটি গড়াই (গীতা) সুমিতা সেন (ক্ষ্যেপী), শুভাশিস দত্ত (সৌম্য) সুতপা ব্যানার্জী (মা), সিমরান দাস (ঝুমুর), শুভময় দাঁ (জগা), অরুণ মল্লিক (অনাদি), শ্বেতা বসু সর্বাধিকারী (পদ্মাবতী) ও কমলিনী ঘোষ (হাসি) উপরোক্ত প্রত্যেক শিল্পী স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত এবং প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। শিল্পীদের কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গী পরিষ্কার ও বিশেষ পারদর্শিতা লক্ষ্যনীয়। আবহ–স্বপন ব্যানার্জী, আলো বাবলু চৌধুরী, মঞ্চ গদাই, সাজসজ্জা সহ ইসরাফিল, দেবাশিস চ্যাটার্জী, সহযোগিতা উৎপল দাস প্রাণবন্ত শুভ উৎসবে অগণিত দর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'চুঁচুড়াশ্রী' সম্মানে সম্মানিত হলেন কোলাজ সম্রাট তপন সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি : চুঁচুড়াশ্রী সম্মানে সম্মানিত হলেন রং ছাড়া রঙিন ছবির স্রষ্টা বিশিষ্ট কোলাজ শিল্পী তপন সাহা। শিল্প সৃষ্টির ইতিহাসে দেশ ও দশের সার্বিক বিকাশের সঙ্গে সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য পেয়ারা বাগানের উদয় সংঘের পক্ষ থেকে তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বেচ্ছায় এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন পৌর প্রধান অমিত রায়, কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ দত্ত সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। ৩৭ জন মহিলা সহ মোট ৫০ জন রক্তদাতা এই অনুষ্ঠানে রক্তদান করেন। সন্ধের পর ২য় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে চুঁচুড়াশ্রী সম্মান গ্রহণের পরে কোলাজ সম্রাট তপন সাহা সংঘের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান। জেলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে রক্তদান উৎসবের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে অত্যাধিক দাবদাহের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে গাছ লাগানোর প্রয়োজনীয় আবেদনের রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে আগামী প্রজন্মকে উদ্দেশ্য করে জানান, আপনাদের ছেলেমেয়েরা যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় মোবাইল ব্যবহার না করেন সে ব্যাপারে উপস্থিত অভিভাবকদের কাছে আন্তরিক অনুরোধ করেন। শুধুমাত্র খবরের কাগজ হাতে ছিঁড়ে বিভিন্ন প্রতিকৃতি থেকে জীবনের নানা সুখ–দুঃখের কাহিনীর রং ছাড়া রঙিন ছবি আঁকেন বিশিষ্ট কোলাজ শিল্পী তপন সাহা। সারা ঘরময় পাহাড় প্রমাণ খবরের কাগজের মাঝেই উঁকি দিয়ে ফেরেন পন্ডিত ভীমসেন যোশী, হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া থেকে সুচিত্রা সেনেরা। এছাড়াও ঘাটে ঘাটে উঁকি দিয়ে ফেরেন তিনি। কখনো গঙ্গা, কখনো সরস্বতীর নানা ঘাটের মৌলিক গল্পকথা নিয়ে তৈরি হচ্ছে ছোটো তথ্যচিত্র। সম্প্রতি জলপাইগুড়ি অর্গানাইজেশন ফর কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, আয়োজন করেছিলেন জলপাইগুড়ি শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ২২–২৩এর। উত্তরবঙ্গের এই উৎসবে পুরস্কৃত হল তপন সাহা'র গুপ্ত বারাণসী। ঘাট সন্ধানীর এই সাফল্যে চিহ্ন নিয়ে ছিন্ন ঘাটের অধিকারী ম'শায় তপন সাহা জানান, নদী গতি পথ বদলায়। ঘাট পড়ে থাকে শত শত বছরের স্মৃতি বুকে নিয়ে। সময়ের পলেস্তারায় সেই স্মৃতিও গুপ্ত হয়ে ওঠে। ধীর ধীরে মানুষের কথা কাহিনীগুলো লুপ্ত হতে থাকে। প্রবহ জীবনের প্রাণধারা নদী ও ঘাটের পূর্বাপর বিবরণ এই রকম তথ্যচিত্রের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে চাই।

রামকৃষ্ণ মঞ্চে গিরিশচন্দ্র নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার ৭৯ সিমলা স্ট্রিটে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈত্রিক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের রামকৃষ্ণ মঞ্চে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় পাঠ, সংগীত বা বক্তৃতা হয়ে থাকে।

গত ২১ এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যে সাতটায় রামকৃষ্ণ মঞ্চে বক্তব্য রাখতে এলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা ও অধ্যাপক ড শঙ্কর ঘোষ। তাঁর আলোচনার শিরোনাম শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে ভক্ত ভৈরব । সেই ভক্ত ভৈরব অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে ঠাকুরের অল্প মধুর সম্পর্কের নানান দিনের ঘটনা পরপর তুলে ধরলেন বক্তা। যে গিরিশচন্দ্র প্রথম আলাপের দিনে ঠাকুরের প্রতি বিরক্ত হয়েছিলেন সেই গিরিশ ধীরে ধীরে কিভাবে দিনে দিনে ঠাকুরের একান্ত অনুগত হয়ে উঠলেন; সেই বিষয়টি উঠে এলো বক্তার বক্তৃতায়। গিরিশচন্দ্রের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাসকে ঠাকুর মান্যতা দিতেন। এক ঘন্টা ব্যাপী এই বক্তৃতায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রোতারা শুনলেন এই বক্তব্য। সাধারণ ভক্তেরা ইউটিউব এ অনুষ্ঠান নিজেদের সুযোগ সুবিধা মত যে কোন সময়েই দেখতে পারবেন।

এক ভিন্ন সামাজিক ভাবনায় বারাসতের তরুণ প্রজন্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব বসুন্ধরা দিবসের সুন্দর দিনে পরিবেশের অন্যতম সম্পদ শিশু বিশেষ করে বিশেষ ভাবে সক্ষম শিশু কিশোরদের নানা সমস্যা ও তার প্রতিকারের দিকগুলো নিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনার আয়োজন করেছিল অস্তিত্ব ওয়েলনেস, তরঙ্গ, রিবন, মানব বিকাশ কেন্দ্র নামের মনোবিজ্ঞানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহ। গত ২২ এপ্রিল বারাসত রবীন্দ্র ভবনের বেসমেন্টে কতিপয় তরুণ তুর্কি ও মনোবিজ্ঞানের গবেষক ছাত্র মিলে তাদের সম্মিলি ভাবে ও উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের পাঁচ বছরের পথ চলাকে মানুষের সামনে শুধু তুলে ধরা নয় অটিজম, ফিজিক্যাল মেন্টাল ডিসেবিলিটিসহ নানা ডেভেলপমেন্টাল এবং মনসামাজিক রোগের পথের দিশা দেখাতে ও প্রয়োজন মতো রাষ্ট্রের কাছে তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে তাদের আয়োজনে ছিল রক্তদান শিবির ও এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আলোচনা সভা। এই আলোচনা সভায় উপস্থিত আলোচকদের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের গবেষক নির্দেশক অধ্যাপক ড: শ্রীময়ী তরফদার, ড: শর্বরী সেন, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা: অভিষেক বিশ্বাস, এই বিষয়ের আইনি পরামর্শদাতা আইনজীবী তাপস কুমার দে ও পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম মুখ ও একজন স্কুল শিক্ষক অরিন্দম দে। এই মনোজ্ঞ আলোচনার সুরকে একটি তারে বেঁধে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সঞ্চালিকা অধ্যাপিকা নবনীতা বসু।

আলোচনার শুরুতে শিক্ষক অরিন্দমবাবু তার আলোচনায় স্কুলে অর্জিত তার নানান অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে ও এই ধরনের শিশুদের সামনে সবসময় ইতিবাচক মানসিকতার প্রকাশ ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি কোনো ছাত্র–ছাত্রীদের কোনোভাবেই নিরুসাহী করার পথে হাঁটার বদলে তাদের মধ্যেকার প্রতিভার সম্ভাবনার বিষয়টাকে আলোকিত করবার পরামর্শ দেন। এরপর এই বিষয়ের অন্যতম বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব অধ্যাপিকা ড: শ্রীময়ী তরফদার বলেন, রাষ্ট্রকে করুণা নয় দায়িত্ব নিতে হবে এই ধরনের বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ বজায় রাখতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো তারা দেখেন। কিন্তু হয় তাঁরা অবগত থাকেন না বা দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্য ভুল বুঝিয়ে দায় সারেন। এই ধরনের শিশু কিশোরদের সপ্রতিভতায় বাধা না দিয়ে তাদের মধ্যেকার সম্ভবনাকে জাগিয়ে তুলে তাদের এম্পাওয়ারমেন্টের দিকে নজর দেবার দিকে জোর দেন । তাঁর আলোচনার সূত্র ধরে গবেষক ডঃ শর্বরী সেন বলেন, যেভাবেই হোক অভিভাবকদের এসব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে শিশুটির সামগ্রিক দেখভাল করা উচিত। এসব বিষয়ে হাল ছেড়ে দিলে দায়িত্ব পালনে গাফিলতি দেখানোর সুযোগ পাবে সংশ্লিষ্ট মহল। তিনি আরো বলেন, রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে হবে এদের জন্য সংবিধান প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা যথাযথভাবে প্রদানের মাধ্যমে সঠিক পরিষেবা দিতে। একই রকমভাবে জনৈকা অভিভাবক এর এক সমস্যার উত্তর দিতে গিয়ে অধ্যাপিকা গবেষণা নির্দেশক ড. সেন জানান, এমন অনেক কর্মরত অভিভাবক আছেন যাদের শিশুটি বিশেষ ভাবে সক্ষম। তেমনি নিজে বিশেষভাবে সক্ষম এমন অভিভাবকের সন্তান অটিস্টিক। তিনিও এককভাবে লড়াই করে তার শিশুকে আর পাঁচটা স্বাভাবিক শিশুর মতোই বড়ো করে স্বাবলম্বী করে তোলার মতন কাজ করছেন। নিজেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে শিশুটির সমস্ত আচরণের বিষয়ে জায়গা মতন দাবি প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন।

সকলেই স্বীকার করে নেন যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনবধানতার মোড়কে আসলে কর্তব্যে গাফিলতির মাধ্যমে দায় বা ঝামেলা এড়িয়ে যাবার পথ খোঁজার প্রচেষ্টা চলতে থাকায় এই সমস্যা বড়ো আকার ধারণ করেছে। তবে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গুলির সহযোগিতা প্রদানের ইতিবাচক প্রয়াস সমস্যা জর্জরিত অভিভাবকদের স্বস্তি দিতে পারে। অধ্যাপিকা নবনীতা বসুর সুচারু সঞ্চালনায় সফল এই পর্বের সূচনা হয় বিশেষভাবে সক্ষম শিশু সায়রীর সুন্দর সঙ্গীতের মাধ্যমে এবং শেষ হয় বিশিষ্ট সারেঙ্গী বাদক গোবিন্দ দে'র সঙ্গীতের মধ্যদিয়ে। এই কর্মসূচির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত উপঢৌকনহীন স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ২৯ জন রক্তদাতা এই গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন। সমগ্র কর্মসূচিতে উপস্থিত সকলকে প্রাণের প্রতীক হিসেবে একটি করে গাছ দেওয়া হয়। কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন রক্তদান আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব অপূর্ব ঘোষ।

নীলাংশুক, অপূর্ব, সৌমেন, রক্তিমের মতন তরুণদের সম্মিলিত প্রয়াসে সমগ্র অনুষ্ঠান চত্বরে অস্তিত্ব ওয়েলনেসের বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে হাতে কলমে শেখানো ও বানানো কাজ ব্যাগ, গেঞ্জি, বোতল ফুলদানি ও প্রদীপন সংস্থার বিশেষভাবে সক্ষম জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত মেয়েদের হাতে বানানো গয়না, কেক ইত্যাদির স্টলের প্রতি আকর্ষণ ছিল চোখে পড়ার মতো।

ব্যান্ডেলে মাদ্রাসারে ভেলভেল পুজো, যেন বাংলার চৈত্র মাসে চড়কের সাদৃশ্য

মলয় সুর : 'চৈত্র মাসের ৭ এপ্রিল এবারে ব্যান্ডেলে মাদ্রাসি সম্প্রদায়ের ভেলভেল বা শীতলাপুজো বিরাট উৎসবের চেহারা নেয়। বিশেষ করে এই পুজোর 'ফুলের ডালি' যাত্রা সারা এলাকায় নগর পরিক্রমা এখানকার মাদ্রাসি বাসিন্দাদের কাছে আকর্ষণের অন্যতম জায়গা। এই শীতলাপুজো উপলক্ষ্যে শুধু এখানকার দক্ষিণ ভারতের তামিল বাসিন্দারাই নন। অন্যান্য জায়গা থেকে মানুষদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে। ব্যান্ডেল স্টেশনের লাগোয়া পশ্চিম পাড়ে ৪০০টি স্থায়ী পাকাপাকি বাড়ি রয়েছে এটি হুগলির দেবানন্দপুর পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে অন্তর্গত। এখানে দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই। তালিমনাড়ু, ত্রিচূরাপল্লী, পারমাকুরি, মাদুরাই প্রভৃতি জায়গার লোকেদের বসতিস্থাপন রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এখানকার পরিবেশ, কথাবার্তা, পোশাক পরিচ্ছদ আদব কায়দায় যেন একখণ্ড দক্ষিণ ভারত। প্রথমেই এলাকাটিতে প্রবেশ করলে মনে হবে দক্ষিণ ভারতের কোনো শহরে এসেছেন। এই শীতলাপুজো সম্পর্কে স্থানীয় বাসিন্দা রামলিঙ্গমমুদলিয়র বলেন,যে বছরে ফেব্রুয়ারি ২৮ বা ২৯ তারিখে মাস হয়। তাহলে মার্চ মাসের শেষদিকে পুজো হবে। যেমন এ বছর চৈত্র মাসের ৭ এপ্রিল শীতলাপুজো হয়। তৎকালীন ১৯৭৪ সালে মারি আম্মা ও পিরত্নম সাঙ্গভ্যোলু ওখানকার দেশের নিয়ম নীতি মেনে ভেলভেল বা শীতলাপুজো এখানে শুরু করেন। প্রথমে পারমাকুরী থেকে মাটি এনে এখানে প্রতিমা তৈরি হয়। বর্তমানে চেন্নাইয়ের মহাবলিপূরম থেকে পাথরের শীতলা মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়। এই পুজো ৫০ বছরে পড়ল। অধিবাস থেকে পুজো উপলক্ষ্যে জমজমাট ভেলভেল উৎসব শুরু হয়ে মালসা ও ভোগবিতরণের মধ্য দিয়ে উৎসব শেষ হয়। বাংলার চৈত্র মাসে গাজনকে কেন্দ্র করে কাহিনি এবং অলৌকিক ঘটনা জড়িয়ে আছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শিবের গাজন নিয়ে জড়িয়ে আছে লৌকিক–আচার বিচার। ওদের পরিভাষায় ভেলভেল অর্থাৎ আজ এখানে ও অবিশ্বাস্যভাবে সন্ন্যাসীরা লোহার বর্শা শরীরের জিভে, গালে, কপালে, বুকে পিঠে ঢুকিয়ে সুসজ্জিত রথ টেনে শীতলা মন্দিরে যান। এদিকে ভাষাগত সমস্যার জন্য মাদ্রাসি জাতির ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার জন্য দক্ষিণ ভারতের স্কুল ও কলেজ গুলোতে পড়াশোনা করতে যায়। যদিও বর্তমানে এখানকার ইংলিশ বা বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পঠনপাঠন করছে। এই মাদ্রাসিদের ভেলভেলকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। চৈত্র মাসে ভেলভেল পুজো হওয়ার দরুন প্রায় প্রতিটি বাড়িতে আত্মীয় সমাগম হয় অনেক পরিবারে। মূলত তামিল জনগোষ্ঠী যেখানেই রয়েছে সেখানেই এই উৎসব আয়োজিত হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গের বাংলায় একমাত্র ব্যান্ডেলেই এই উৎসবের আয়োজন হয়। বাংলা নববর্ষের ৯ বা ১০ দিন আগে এই উৎসব আয়োজিত হয়।

আঁতস কাঁচে

আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিক্সে বুল্টি

এ বছর ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার আসর বসছে শ্রীলঙ্কায়। শুরু হবে ১৯ থেকে ২২ আগস্ট পর্যন্ত। ভারতীয় দলের সদস্যরা ১৮ আগস্ট চেন্নাই পৌঁছাবেন ও সেখান থেকে বিমানে শ্রীলঙ্কা যাবেন। নির্বাচক মণ্ডলী পুরুষ ও মহিলা সব মিলিয়ে ২০ জনকে নির্বাচিত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৩ জন তালিকায় স্থান পেয়েছেন। হুগলির তারকেশ্বরের বুল্টি রায়ের নাম আবার এই তালিকায় উঠে এল। তবে অ্যাথলেটিকদের যাতায়াত ও খাওয়া দাওয়া বাবদ খরচ আনুমানিক ৫০ হাজার টাকা। এদের জন্য কোনো স্পনসরের দেখা মেলেনি। এত টাকা জোগাড় করাও মুশকিল বুল্টির পক্ষে।

জিতল ওড়িশা

প্রথমবারের চ্যাম্পিয়ন বেঙ্গালুরু এফসি-কে ২-১ গোলে হারিয়ে সুপার কাপ জিতে নিল ওড়িশা এফসি। এই প্রথম তারা কোনো সর্বভারতীয় খেতাব জিতল। ওড়িশার হয়ে জোড়া গোল করেন ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকার দিয়েগো মরিসিও। পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান কমান সুনীল ছেত্রী। এই খেতাব জয়ের ফলে এএফসি কাপের গ্রুপ লিগে যোগ্যতা অর্জন করার জন্য প্লে-অফে খেলার সুযোগও অর্জন করে নিল কলিঙ্গ বাহিনী।

বাগানের প্রস্তুতি

আগামী ৩ মে থেকে শুরু হবে এএফসি কাপের প্লে অফের ম্যাচ। হায়দরাবাদ এফসির মুখোমুখি হবে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। তারই অনুশীলন যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে চলছে ফেরান্দো ব্রিগেডের। এএফসি কাপে যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্লে অফ ম্যাচই পাখির চোখ তিরি-গ্যালেগোদের। ম্যাচ হবে কেরালার কোঝিকোড়ের ইএমএস স্টেডিয়ামে। যেখানে পুরো ব্রিগেডকেই পাবে কোচ জুয়ান ফেরান্দো।

আহত মার্টিন্স

গোয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে ভারতীয় ফুটবল দলের সদস্য গ্লেন মার্টিন্সের গাড়ি। সেই গাড়িতে শুধুমাত্র গ্লেন মার্টিন্স একাই ছিলেন না। তিনি ছাড়াও গাড়িতে ছিলেন মুম্বই সিটি এফসির ফুটবলার রোলিন ব্রডগেস। পুলিশ সূত্রে খবর, এছাড়াও সেই গাড়িতে ছিলেন জেইসন ভাজ, ডেনিস বর্গেস এবং মাইরন বর্গেস। গ্লেন মার্টিন্সের মুখে চারটি সেলাই হয়েছে।

ছোটদের ডার্বি

সিনিয়র ফুটবলে লাগাতার ব্যর্থতা। তবে সিনিয়র দাদারা না পারলেও জুনিয়র ভাইরা কিন্তু অবশেষে সেই খরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। নৈহাটি স্টেডিয়ামে রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন আয়োজিত যুবদের ডার্বিতে মোহনবাগানকে ২-০ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। ফলে চার বছর বাদে সিনিয়র হোক বা জুনিয়র যেকোনো পর্যায়ে প্রথমবার মোহনবাগানকে হারানোর স্বাদ পেল ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। লাল হলুদের হয়ে জোড়া গোল করেন কুশ ছেত্রী।

মাহিতেই মগ্ন

২৩ এপ্রিল মহেন্দ্র সিং ধোনির মাদকতায় মগ্ন থাকল ইডেন গার্ডেন্স। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হোম ম্যাচে 'ইডেনের গ্যালারি 'হলুদ' হয়ে গেল। পুরো স্টেডিয়ামে স্রেফ একটাই ধ্বনি ধোনি, ধোনি'। হবে নাই বা কেন, এটাই তো সম্ভবত ইডেনে শেষ পেশাদারি ম্যাচ খেললেন ধোনি। যা কার্যত নিজে মুখেই জানিয়ে দিলেন। ধোনির কথায়, 'আমার মতে, এটা একবারই হল। কলকাতার মানুষ আমায় ফেয়ারওয়েল দিতে চাইছিলেন। ওঁরা বলতে চাইছিলেন যে আমরা মাঠে আসব, হলুদ পোশাক পরে আসব। আমার তরফে তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এটা দুর্দান্ত।'

আইপিএলের আকর্ষণ থেকে বঞ্চিত কলকাতা

সুমনা মণ্ডল

ক্রিকেটের নন্দনকানন আইপিএলের জন্য সেজে উঠেছে। দীর্ঘদিন পর হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে ফিরেছে এবারের আইপিএল। নাইটদের ম্যাচ দেখতে টিকিটের হাহাকার এক্কেবারে প্রথম ম্যাচ থেকেই। তবু এবারের আইপিএলে মূল আকর্ষণ থেকে বঞ্চিতই হল কলকাতা। কারণ, আইপিএলের প্লে অফে এবার কোনও ম্যাচই পেল না কলকাতা। ফলে, নাইট রাইডার্সের হোম ম্যাচ ছাড়া আইপিএলের উন্মাদনা থেকে বঞ্চিতই থাকল কলকাতার দর্শকরা। ২৮ মে আইপিএলের যবনিকা নামবে। এবারের ফাইনাল হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয় বার আইপিএল ফাইনাল ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব পেল আহমেদাবাদ। শুক্রবারই প্লে অফের ভেন্যু জানিয়ে দেয় বিসিসিআই। তাতে আহমেদাবাদ ছাড়া রয়েছে শুধু চেন্নাইয়ের নাম। চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে (চিপক) হবে প্রথম কোয়ালিফায়ার ও এলিমিনেটর ম্যাচ। দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার এবং ১৬তম আইপিএলের ফাইনাল হবে আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। গ্রুপ পর্বের সব খেলা হয়েছিল মহারাষ্ট্রে। তাই প্লে-অফের চারটি খেলা আলাদা দু'টি স্টেডিয়ামে হয়েছিল। তাতে গত মরসুমে প্লে অফের দু'টি ম্যাচ পেয়েছিল কলকাতা। এবার প্লে অফের একটা ম্যাচও আয়োজন করার সুযোগ পেল না কলকাতা। ফলে, গুজরাত যদি ফাইনালে ওঠে বা চেন্নাই যদি প্লে অফে ওঠে তাহলে দুই দলই হোম অ্যাডভান্টেজ পাবে। চলতি আইপিএলে গ্রুপ পর্বে ১০ টি ফ্র্যাঞ্চাইজি মোট ৭০ ম্যাচে খেলছে। ২১ মে রয়েছে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ। এরপর একদিনের বিশ্রাম রয়েছে। এরপর ২৩ মে থেকে শুরু হবে প্লে অফ। এরপর ২৮ মে হবে এবারের ফাইনাল।

ব্যাংককে অষ্টম আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতা

ড শঙ্কর ঘোষ : থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে গত ২৮ মার্চ ২০২৩ এ অনুষ্ঠিত হল অষ্টম যোগাসন প্রতিযোগিতা (২০২৩)। এই আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় বাংলা থেকে অন্যতম প্রতিযোগি রূপে যোগদান করলেন শিপ্রা চক্রবর্তী। তাঁর জন্ম ১৯৪৮ সালে। এই ৭৬ বছর বয়সেও তিনি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলেন। সেই সঙ্গে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন ব্যাংককের মাটিতে। উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুরে ইছাপুর শ্যামা সংঘ ক্লাবের তরফে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন তিনি। প্রতিযোগিতায় মোট আটটি দেশের প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একমাত্র সত্তর উর্দ্ধ এক তরুণী, যিনি বিজয়ী হয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বয়সের ভার কিছুই নয়। এমন দক্ষ প্রতিযোগিকে উদার মনে সমর্থন জানান সবাই। তিনি আমাদের হতাশায় ভরা জীবনে এক উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছেন।

পাদ প্রদীপের আলোয় দুরন্ত সাফল্য খুদে মানালির

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ ছোটবেলাতেই মায়ের হাত ধরে জিমন্যাস্টিক শিখতে শুরু করে মেয়েটি। জিমন্যাস্টিকসের প্রতি মেয়ের এরকম টান দেখেই একদিন ছোট্ট মানালি কারককে নিয়ে গেলেন ভদ্রেশ্বর স্টেশনের কাছে ব্রাইট অ্যাথলেটিক ক্লাবে। সেখানে কোচ বুলু ছেত্রীর কাছে শিখতে শুরু করে। দক্ষ জহুরির মতোই সেদিন ছোট্ট মেয়েটার প্রতিভাকে চিনতে ভুল করেননি এই মহিলা কোচ। ঘষে মেজে তৈরি করতে থাকলেন এই খুদে প্রতিভাকে।

ভদ্রেশ্বর বিঘাটি গ্রামের কারক পাড়ার বাসিন্দা নেই ছোট মেয়ে মানালি এবারে সদস্য সমাপ্ত বয়স ভিত্তিক গ্রুপে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির ১৮-১৯-এ অনুষ্ঠিত ৩৮তম ন্যাশানাল শিলিগুড়ি সাঁই কেন্দ্রে খ বিভাগেতে (৩ বছর) সাব জুনিয়র পর্যায়ে ফ্লোর এক্সাসাইজে রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছে। এরপর এই বছর স্কুল ডিস্ট্রিক্ট প্রতিযোগিতায় বেলাগড় বেহুলা আয়দা মিলনী সংঘে অনুষ্ঠিত ফ্লোর এক্সাসাইজে ব্যক্তিগতভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০২২-এ জুন মাসে ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ক্লাব ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় কোনও পদক ঝুলিতে আসেনি। তারপরেই হুগলি স্মৃতি মন্দির ক্লাবে সাব জুনিয়র পর্যায়ে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে ফ্লোর এক্সাসাইজে প্রথম এবং ভল্টিং-এ তৃতীয় হয়ে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে নজির সৃষ্টি করে।

মানালি ভদ্রেশ্বর সারদাপল্লী কন্যা বিদ্যাপীঠ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। তার বাবা প্রবীর কারকের ব্যবসা রয়েছে। মা মধুমিতা গৃহবধূ। বর্তমানে সে চন্দননগর আজাদ সংঘ ক্লাবে অনুশীলন করছে। সেখানেও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন বুলু ছেত্রী, ওরা দুই বোন, বড় রমিলি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। এখানে সাফল্য পাওয়ার পেছনে ক্লাব সম্পাদক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান অনেক।

ইতিমধ্যেই বেশ কিছু খেলোয়াড়ের অভিষেক ঘটেছে তার হাত ধরেই। মানালির পছন্দের ইভেন্ট ব্যালেন্সিং বীম ও ফ্লোর এক্সাসাইজ। বয়স কম হলেও মেয়েটির সাফল্যের ঝুলিটি কিন্তু কম বড় নয়। মা মধুমিতা মেয়ের বিভিন্ন সাফল্যে খুশি হলেও তার পড়াশোনার দিকেও ওঁর সমান নজর শুধুমাত্র ঘরোয়া সাফল্যে তৃপ্ত না থেকে জাতীয় পর্যায়ে। স্বাদ পেতে চায় হার না মানা এই লড়াকু মেয়েটি।

ঋষভ পন্থের কেরিয়ার অনিশ্চিত, উইকেটকিপারের খোঁজে বিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএল চলছে, ঋষভ পন্থকে অনুশীলন থেকে ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে। ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটছেন, সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলছেন। এনসিএ'তেও গিয়েছিলেন। কিন্তু তার কেরিয়ার নিয়েই সংশয়ে বিসিসিআই। কবে ফিরবেন, ফিরলে আদে কতদিন লাগবে ফুল ফর্মে ফিরতে সব নিয়েই দ্বিধায় থাকা বিসিসিআই, নতুনভাবে উইকেটকিপারের খোঁজ চালাচ্ছে। এ'বছরই একদিনের বিশ্বকাপ, আপাতত তা নিয়েই মাথাব্যথা বোর্ড কর্তাদের। সেখানে ঋষভ পন্থের ফেরাটা হয়ে উঠতে পারে অলৌকিক ঘটনা। তিনি অনেকটা ভালোর দিকে গেলেও মাঠে ফিরতে বছর শেষ হয়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে। তাই বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে ওডিআইতে ২ উইকেটরক্ষক বিকল্প হিসেবে কেএল রাহুল ও ঈশান কিশাণের কথাই মাথায় রাখছেন কর্তারা। এক জনপ্রিয় ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে এমনই কথা জানিয়েছেন বিসিসিআইয়ের এক সিনিয়র কর্তা। তিনি জানান, ঋষভ সত্যিই ভালো হয়ে উঠছে। তবে আবার হাঁটতে ও মাঠে ফিরতে ৬-৭ মাস সময় লাগবেই। বিশ্বকাপে আশা করাই বৃথা। আমরা শুধু চাই সে আবার ক্রিকেটে মনোযোগ দেওয়ার আগে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠুক। প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরতে তার অনেক সময় লাগবে। রাহুল আর ঈশান দু'জন কিপারকে আপাতত ভাবা হচ্ছে। গত ডিসেম্বরের শেষে ভয়ঙ্কর গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন ঋষভ পন্থ।

হাঁটুর তিনটি লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় তা অস্ত্রোপচারও করা হয়। তিনি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠলেও, তবে কিপার হিসেবে তাঁর কেরিয়ার সংশয়ে যে রয়েছে তা মেনেই নিচ্ছেন বোর্ড কর্তারা। কারণ, মাঠে ফিরলে তবেই বোঝা যাচ্ছে আদে। কিপিং করতে কতটা পারছেন। কিপিং করতে গেলে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে হয়। তাতে হাঁটুতেই চাপ বেশি পড়ে, হাঁটুর লিগামেন্টে অস্ত্রোপচারের পর কতদিনে তা সম্ভব হবে, তা নিয়েই সবচেয়ে বেশি সংশয়। সেই কথা মাথায় রেখে ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপের ভাবনাও এখন থেকেই ভাবছে বিসিসিআই। ঈশান কিশাণ ছাড়াও সঞ্জু স্যামসনকে বিসিসিআই কেন্দ্রীয় চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেএস ভরত রয়েছেন, সেইসঙ্গে কেএল রাহুলকেও কিপার হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে। বিসিসিআইয়ের সেই কর্মকর্তা এই নিয়ে বলেন, আমরা অবশ্যই আশা করি যে ঋষভ এ'বছরের শেষ নাগাদ প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফিরে আসবে। কিন্তু তার চোটের ধরণ দেখলে তা নিয়ে সন্দেহ থাকবেই। আসলে, একটা টাইমলাইন দেওয়াও কঠিন কারণ আমরা এখনও জানি না যে যখন সে পুরোপুরি প্রশিক্ষণ শুরু করবে, তখন তার হাঁটু কেমন হবে। সুতরাং, আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে পন্থের জন্য। এরমধ্যে সঞ্জু, ঈশান,রাহুল আর ভরত বর্তমানে আমাদের চারজন উইকেটরক্ষক। তবে জিতেশ (শর্মা) ও অন্যদেরও নজরে রাখা হচ্ছে।'

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল

দলের সঙ্গে ইংল্যান্ড যাবেন বাংলার পেস বোলার মুকেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে চার পেসার রেখেই দল সাজিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ, উমেশ যাদব ও জয়দেব উনাদকাট রয়েছেন। এরসঙ্গে রয়েছেন শার্দুল ঠাকুর। সেখানে সুযোগ হয়নি বাংলার পেসার মুকেশ কুমারের। তবে তারজন্যও রয়েছে সুখবর। মূল স্কোয়াডে সুযোগ না হলেও দলের সঙ্গে ইংল্যান্ডে যাবেন মুকেশ কুমার। চলতি আইপিএলে দিল্লির অন্যতম বোলার এখন মুকেশ কুমারই। সোমবার হায়দরাবাদকে হারাতে শেষ ওভারে তাঁর হাতেই বল তুলে দিয়েছিলেন দিল্লির অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার। সানরাইজার্সের বাকি ছিল ১৩ রান। কিন্তু মাত্র ৫ রান খরচ করেন মুকেশ। তাতেই দ্বিতীয়বার ম্যাচ জিতে যায় দিল্লি ক্যাপিটালস। দিল্লির হয়ে ৬ ম্যাচেই খেলেছেন মুকেশ কুমার। পেয়েছেন ৫ উইকেট। সেরা ৩০ রান দিয়ে ২ উইকেট। এবারের নিলামে দিল্লি সাড়ে পাঁচকোটি টাকায় মুকেশকে তুলে নিয়ে চমক দেখিয়েছিল।রঞ্জিতেও বাংলার হয়ে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে গেছেন মুকেশ। সীমিত ওভারের ক্রিকেটেও ডাক পেয়েছিলেন মুকেশ। এবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে নেট বোলার হিসেবে মুকেশকে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ৭ জুন ইংল্যান্ডের ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শুরু বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল।সূত্রের খবর অনুযায়ী, আগামী ২৩ অথবা ২৪ মে লন্ডন উড়ে যাবেন দ্রাবিড়। তাঁর সঙ্গে যাবেন টিম ইন্ডিয়ার সব কোচিং স্টাফরা। যারা আইপিএলের প্লে অফে যেতে পারবেন না অথচ ফাইনালের স্কোয়াডে রয়েছেন তাদেরও নিয়ে যাওয়া হবে। ১ জুন থেকে শুরু হয়ে যাবে ইংল্যান্ডের মাটিতে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। তবে ম্যানেজমেন্ট সেখানকার স্থানীয় ক্রিকেটারদের বোলিংয়ে ভরসা রাখতে চাইছেন না। তাই দেশ থেকেই নেট বোলিংয়ের জন্য উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আরও চার পেসারকে। এরমধ্যে বাংলার মুকেশ কুমার যেমন রয়েছেন, তেমনই সুযোগ পেয়েছেন দিল্লির নভদীপ সাইনি ও হরিয়ানার পেসার কুলদীপ সেন, জম্মু-কাশ্মীরের জোরে বোলার উমরান মালিক। গতবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেও হারতে হয়েছিল ভারতীয় দলকে।

আইপিএলে ঝড় তুলে টেস্টে ফিরলেন রাহানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এভাবেও ফিরে আসা যায়। ১ বছরেরও বেশি সময়ের পর (১৫ মাস দলের বাইরে) ফের ডাক পেলেন ভারতীয় দলে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওভালে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের ভারতীয় দলে জায়গা পেলেন ৩৫ ছুঁইছুঁই বয়সে অজিঙ্কা রাহানে। এবারের আইপিএলে তিনি চমক দেখিয়েই চলেছেন। বরাবরই যিনি ছিলেন ধীরস্থির ব্যাটার, তিনি টি২০ খেলছেন এবার চমকপ্রদ সব শট খেলে। টুর্নামেন্টে ৫ ম্যাচ খেলে তাঁর রান ৫২.২৫ গড়ে ২০৯। দুটি ফিফটিও আছে, সর্বোচ্চ অপরাজিত ৭১। টি২০তে তাঁর কেরিয়ার স্ট্রাইক রেট ১২১.২৪। কিন্তু এবারের আইপিএলে তার স্ট্রাইক রেট ১৯৯.০৪। টুর্নামেন্টে দুটির বেশি ইনিংস খেলা ব্যাটারদের মধ্যে তার স্ট্রাইক রেটই সর্বোচ্চ। অথচ চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে শুরুতে একাদশেই জায়গা পাননি তিনি। এবারের রঞ্জি ট্রফিতে মুম্বইয়ের হয়ে ৭ ম্যাচ খেলে ২ সেঞ্চুরিতে ৬৩৪ রান করেন তিনি ৫৭.৬৩ গড়ে।

ভারতকে ৬ টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়া রাহানে শেষ টেস্ট খেলেছেন গত বছরের জানুয়ারিতে দক্ষিণ আফ্রিকায়। শেষ ২০ ইনিংসের মধ্যে স্রেফ দুটি অর্ধশতরানের ইনিংস খেলার পর দলে জায়গা হারান তিনি। এরপর সেন্ট্রাল চুক্তি থেকেও বাদ পড়েন। একপ্রকার তাঁকে বুঝিয়েই দেওয়া হয় ভারতীয় দলের জন্য দরজা বন্ধই। কিন্তু শ্রেয়স আইয়ারের পরিবর্ত ক্রিকেটার খোঁজার দৌড়ে নির্বাচকদের ভাবতে বাধ্য করেন আইপিএলে দুরন্ত পারফর্ম করা রাহানে। চোটের কারণে ছিটকে পড়া শ্রেয়স আইয়ারের জায়গায় একাদশে তার জায়গা হতে পারে ব্যাটিং অর্ডারের ৫ নম্বর পজিশনে। এই জায়গার ল।ইয়ে থাকবেন অবশ্য লোকেশ রাহুলও। ভারতীয় দলে এর বেশি চমক নেই। ইংল্যান্ডে খেলা হবে, তাই চতুর্থ স্পিনার কুলদীপ যাদবকে বাইরে রেখে দলে ফেরানো হয়েছে পেস বোলিং অলরাউন্ডার শার্দুল ঠাকুরকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সফল হতে পারেননি, তাই গুরুত্বপূর্ণ ফাইনালে সূর্যকুমার যাদব বা ঈশান কিষানের দলে জায়গা হয়নি। মূল কিপার কেএস ভারতের সঙ্গে তাই বিকল্প কিপার হিসেবে ফিরেছেন লোকেশ রাহুল। গতবার ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া হয়েছিল। এবার অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ট্রফি ঘরে তুলতে চাইবে ভারত। যদিও ভারতীয় দলে চোটের কারণে নেই ৩ গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার জসপ্রীত বুমরাহ, ঋষভ পন্থ, শ্রেয়স আইয়ার। ৭ জুন থেকে শুরু ফাইনাল টেস্ট।

ভারতীয় দল

রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), শুভমন গিল, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি, অজিঙ্কা রাহানে, কেএল রাহুল, কেএস ভরত (উইকেটরক্ষক), রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, শার্দুল ঠাকুর, মহম্মদ শামি, মহম্মদ সিরাজ, উমেশ যাদব ও জয়দেব উনাদকাট।

মানসিক চাপে অসুস্থ যশ দয়াল, ওজন কমেছে ৭-৮ কেজি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেচারা যশ! এমন মার খেয়েছেন হজম করাই মুশকিল। এখনও ঘোর কাটেনি। দুঃস্বপ্নই যেন তাঁকে তারা করে বেড়াচ্ছে। কেকেআরের বিরুদ্ধে শেষওভারে বল করতে এসেছিলেন গুজরাত টাইটান্সের যশ দয়াল। ম্যাচ জিততে হলে কেকেআরের দরকার ছিল ২৯ রান। প্রতিপক্ষে ক্রিজে ব্যাট করছিলেন উমেশ যাদব। প্রথম বলে সিঙ্গল রান নিয়ে রিঙ্কুকে ব্যাট করতে দেন উমেশ। তাঁকে শেষ পাঁচ বলে পাঁচ ছয় হাঁকিয়ে রিঙ্কু সিং ছিনিয়ে নিয়েছিলেন গুজরাতের প্রায় জেতা ম্যাচ। সেই ম্যাচে রিঙ্কু সিংয়ের কীর্তি অমর হয়ে থাকবে যতদিন আইপিএল থাকবে। আর যতদিন এই পাঁচ ছক্কার চর্চা চলবে ততদিন উঠে আসবে ম্যাচ শেষে লজ্জায় মাথা নত করে থাকা যশ দয়ালের নামও। যা বোধহয় দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি বোলার যশ দয়াল। ৪ ওভারে মোট ৬৯ রান দেন তিনি। তারমধ্যে শেষওভারে ৩১। এরপর এখনও ম্যাচে ফিরতে পারেননি যশ। ম্যাচের পর তাঁকে অনেকেই সান্ত্বনা দিয়েছেন, স্পোর্টিংলি নিতেও বলেছেন। এমনকী রিঙ্কু সিংও তাঁকে মেসেজ করেন। কিন্তু যশ কিছুতেই ভুলতে পারছেন না সেই দিনটার কথা। গুজরাতও ম্যাচ জিতেছে। কিন্তু যশকে দেখা যায়নি। কেন যায়নি? মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষে সে'কথা ফাঁস করেন গুজরাতের অধিনায়ক। কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর থেকেই নাকি যশ দয়ালের শরীর অসুস্থ হয়ে যায়। সেই ম্যাচের পর থেকে নাকি যশ দয়ালের ওজন প্রায় ৭ থেকে ৮ কেজি কমে গেছে। হার্দিক পান্ডিয়া বলেন, 'কেকেআরের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর যশ দয়াল প্রায় ১০ দিন অসুস্থ ছিলেন, প্রচণ্ড চাপে পড়ে গিয়েছিলেন যশ। তাঁর ওজন প্রায় ৭ থেকে ৮ কেজি কমে গেছে। তাঁর অবস্থা এখনও মাঠে নামার মতো নয়। ওর পক্ষে এখনই মাঠে ফেরা সম্ভব হবে না।' শুধু যশ দয়ালের ওপর প্রভাব পড়েছে তাই নয়, রিঙ্কু সিংয়ের কাছে এমন মার খাওয়া দেখে তাঁর মাও ভেঙে পড়েছিলেন।

থামল জল্পনা, ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ কার্লোস কুয়াদ্রাত, ২ বছরের চুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাটক-জল্পনা-কল্পনা সব থামল। অবশেষে নতুন মরসুমের জন্য নতুন কোচ পেয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। নতুন কোচ হলেন বেঙ্গালুরু এফসির প্রাক্তন স্প্যানিশ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। সের্জিও লোবেরা হাতছাড়া হয়েছে বুঝেই কুয়াদ্রাতকে পেতে ঝাঁপায় লাল হলুদ কর্তারা। শেষপর্যন্ত এই চুক্তি পাকা হয়েছে বলেই জানায় বিনিয়োগকারী সংস্থা। ইস্টবেঙ্গলে স্টিফেন কনস্টানটাইনকে বিদায়ের দিনেই ৫৪ বছর বয়সী কার্লোসের সঙ্গে দু'বছরের চুক্তি সারল লাল হলুদ দল। লোবেরার মত তাঁর কাছেও একাধিক ক্লাবের প্রস্তাব ছিল। তবে শেষপর্যন্ত লাল হলুদ ক্লাবেই কোচিং করানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এর আগে ভারতে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা যেমন রয়েছে কুয়াদ্রাতের, তেমনই ভারতীয় ক্লাবকে সাফল্যও এনে দিয়েছেন তিনি। ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়ে কুয়াদ্রাত তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'আগামী দু'বছরের জন্য ইস্টবেঙ্গলের কোচ হতে পেরে আমি গর্বিত। আমার কাছে খুব উত্তেজনার ব্যাপার এমন ঐতিহাসিক ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে। যে ক্লাবে এত বছরে এতগুলি ট্রফি রয়েছে।ভারতে ফিরতে পেরে আমি উচ্ছ্বসিত। এই ক্লাবের সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব, লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব।'

২০১৭-১৮ মরসুমে অ্যালবার্ট রোকা বেঙ্গালুরু এফসি ছেড়ে দেওয়ার পর সুনীলদের দায়িত্ব নেন কুয়াদ্রাত। ২০১৮ থেকে ২০২১ পর্যন্ত বেঙ্গালুরুতে কোচ ছিলেন কুয়াদ্রাত। তাঁর আমলেই টানা ১১ ম্যাচ অপরাজিত ছিলেন সুনীলরা। ২০১৮-১৯ মরসুমে বেঙ্গালুরু এফসি আইএসএল জিতিয়ে ছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, ২০১৮-১৯ মরসুমে আবারও প্লে অফে পৌঁছে যায় বেঙ্গালুরু। ২০১৯-২০ মরসুমে তৃতীয়বার প্লে অফে যায় বেঙ্গালুরু। অর্থাৎ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছিল কুয়াদ্রাতের বেঙ্গালুরু। এখন দেখার ইস্টবেঙ্গলে এসে কতটা সফল হয় এই স্প্যানিশ কোচ। এবার এই হাই-প্রোফাইল কোচ আসার পর ভালো দল গঠন হবে বলেই আশা করছেন লাল হলুদ কোচ থেকে সমর্থকরা। ইস্টবেঙ্গলের চুক্তি পাকা করার আগেই কিছু নির্দিষ্ট দেশী-বিদেশি ফুটবলারের তালিকা দিয়ে দিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ কুয়াদ্রাত। ২০২১-২২ মরসুমে তিনি সাইপ্রাসের ক্লাব অ্যারিস লিমাসোলে যোগ দেন। প্রথমবার তাঁর কোচিংয়ে উয়েফা ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায়ও জায়গা পেয়েছেন। খেলোয়াড় জীবনে বার্সেলোনার লা মাসিয়ায় ফুটবলের শুরু কুয়াদ্রাতের। বার্সেলোনা 'বি' ও 'সি' দলের হয়েও খেলেছেন তিনি।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com